দাবীর

সাহায্য

আবেদন

বাডিয়ে

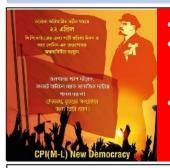


शननाईन



১ম ই-সংস্করণ : ১-৩০ এপ্রিল , ২০২০

করোনা অতিমারী জনিত লকডাউন পর্বে ছাপানো পত্রিকার বদলে আমরা পত্রিকার ই-সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এটি তার সূচনা ।



- জনগণের পাশে দাঁড়ান
- সংকটে অবিচল থেকে সামাজিক দায়িত্ব পালন
- ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তৈবী হোন।

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুন

ইফটু-ব আহ্বান:

- শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা উধ্বের তুলে ধরুন।
- শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করুন।
- সদুদেশ্য সত্বেও যারা নিজেদের সেবামূলক কাজের প্রচার করছেন তাদের উদ্দেশ্যে।

পুরোটা পড়ার জন্য ক্লিক করু



বাতি স্থালাৰোব চমকেব বিরুদ্ধে ১০ মিনিটের প্রতিবাদ

কোটি কোটি গ্রামীণ অভুক্ত মানুষ, অসংগঠিত শ্রমিক চরম

আমরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুন

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন সামাজিক বন্ধন জোরদার করুন

বিক্ষোভ প্রদর্শন

IFTU / AIKMS / চা বাগান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন

গ্রামীন ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, ক্ষেতমজুর, অসংগঠিত শ্রমিক, চা-বাগান শ্রমিকদের পাশে দাঁডান. সাহায্য করুন।

পর্যাপ্ত সাহায্যের কিছু প্রত্যক্ষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সমস্ত মানুষের কাড়ে আপনারা সাহায্যের হাত

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুন



লকডাউন : টুক্রো ছবি

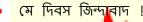
- বন্ধক রেশন কার্ডও।
- সংকটে জুট শ্রমিকরা।
- লকডাউনের জন্য ফসল বেচতে না পেরে আত্মঘাতী কর্ণাটকের কৃষক।

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুন



দিল্লীর পর মহারাষ্ট্রের বান্দ্রা: থিদের স্থালায় ভাঙল লকডাউন, ভূথা শ্রমিকের উপর লাঠিচার্জ পুলিশের

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুন



- বিশ্বের শ্রমিক শ্রেমীর সামনে, বিপ্লৱী পরিবর্তনই একমাত্র রাস্তা
- ভারতবর্ষের শ্রমিকরা, এই মে দিব্সে, মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্মম এবং শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোদ্ধার হোন।

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুন

মহামারি আরেক পৃথিবীর প্রবেশদার

।।অরুন্ধতী বায়।।

পুরোটা পডার জন্য ক্লিক করুল

আরও ৫০ কোটি দরিদ্র!

অক্সফ্যামের রিপোর্ট সতর্ক করলো : এই মুহূর্তে দরিদ্র দেশগুলির পাশে না দাঁডালে বিশ্বে আরও ৫০ কোটির বেশি মানুষ অসহনীয় দারিদ্রের মুখে পডবেন।

এক নজবে

রাষ্ট্রপুঞ্জ বলচে

চলতি অর্থবর্ষে ভারতে বৃদ্ধির হার নামতে পারে ৪.৮ শতাংশে। (১০ মার্চ পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে।)

আই এম এফ বলছে

বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধির হার নামতে চলেছে শ্ব্যের ১৯৩০-এর মহামন্দার পর এবারই বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে ভ্যঙ্কর অবস্থা। ১৭০টি দেশের মাথাপিছ আয় কমে যাওয়ার আশঙ্গা।

সামৰে

ভিত্রের পাতায়

- বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে, বিপ্লবী পরিবর্তনই একমাত্র রাস্থা! ইফটু জাতীয় কমিটির মে দিবসের আহ্বান ২
- শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা উর্ধের্ব তুলে ধরুন ৫
- বাতি জ্বালানোর চমকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ৬
- শারীরিক দরত্ব বজায় রাথুন, সামাজিক বন্ধন জোরদার করুন ৭
- সুরাট, বান্দ্রা: শ্রমিক বিষ্ণোভ ১৩
- লকডাউন: শ্রমিকদের অবস্থার টুকরো ছবি... ...১৪
- কীভাবে এই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লডাই করবেন না ১৫
- শ্রমিকের আত্মহত্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী ...১৯
- <u> সুরাতে</u> গ্রেপ্তার শ্রমিকদের ওপর থেকে <u>অভিযোগ তুলে</u> নিক গুজরাত সরকার! নিশ্চিত করা হোক ভাতা, সমম্মানে বাঁচতে দেওয়া হোক... ...২০
- থবর্রাথবর ২১
- এই দেশ, এই সময়: বিচারের বাণী নীরবে নিভূতে কাঁদে ২২
- <u>আনন্দ (তলতুম্বের মেয়েদের</u> থোলা চিঠি... ২৩
- মহামারি আরেক পৃথিবীর প্রবেশদ্বার া। অরুদ্ধতী রায়।। ... ২৪ প্রথম পৃষ্ঠায় যান

কবোৰা অতিমাবীব কঠিৰ সমযে ২২ এপ্রিল সিপিআই(এম-এল) পাটি প্রতিষ্ঠা দিবস ও কমবেড লেনিনের দেডশোতম জন্মবার্ষিকীতে সিপিআই(এম-এল) নিউ ডেমোক্রেসীর আহ্বান

- জনগণের পাশে দাঁডান।
- সংকটে অবিচল সামাজিক দাযিত্ব পালন কৰুৰ।
- ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তৈবী হোন।

এই সময়ের দাবিগুলিতে সোদ্ধার হোল

- পবিযামী শ্রমিকদেব জীবন-জীবিকাব দাযিত্ব কেন্দ্ৰ সবকাবকে নিতে হবে।
- স্বকারি থাদ্য গুদামের মজুত থাদ্য দেশবাসীর মধ্যে বিলি বন্টন করতে হবে।
- লক ডাউনের আডালে NRC বিরোধী আন্দোলনকাবীদেব উপব মিথ্যা মামলা ঢাপালো হল কেন? মোদি সবকাব জবাব দাও।
- ক্রোনার অজুহাতে বাজ্যবাসীকে অনান্য চিকিৎসা পবিষেবা থেকে বঞ্চিত কবা চলবে না।

"এক চেত্তনার যেন জন্ম হয় সমাজ বদলেব তবে"



কমবেড লেনিনের ১৫০-তম জন্মদিনে তাঁকে শ্ৰদ্ধা জানাই।



২২ এপ্রিল, ২০২০, হরিদেবপুর, বেহালায় কমবেড থোকন ভটাচার্য শ্ব্যতি পাঠাগাবের সিপিআই(এম-এল) পাটি প্রতিষ্ঠা দিবস ও কমবেড লেনিন জন্ম দিবস পালন।



এবং জনগণের পাশে দাঁডানো, সামাজিক দায়িত্ব পালন।





- মে দিবস জিন্দাবাদ!
- বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে, বিপ্লবী পরিবর্তনই একমাত্র বাস্তা!
- ভারতবর্ষের শ্রমিকরা, এই মে দিবসে, মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বকাবের নির্মম এবং শ্রমিক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন।

কমরেডস ,

মে দিবস ২০২০ এমন এক সময় এসেছে যথন, পৃথিবী শতবর্ষ পূর্বের ১৯১৮-র মহামারীর পরে নভেল করোনা অতিমারির সম্মুখীন। লক্ষ লক্ষ লোক অসুস্থ হ্মেছেন ও মারা যাচ্ছেন, ওই শতবর্ষ পূর্বের অবস্থা আরোও ভ্য়াবহ ছিল। দুটি ঘটনারই পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ, এবারের বাহক হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য। গোটা বিশ্বের জনতা মুনাফালোভী ধনতন্ত্রের শিকার হচ্ছেন, বিশ্বব্যাপী ভেঙে পড়া রাষ্ট্রীয় জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় সার্বিকভাবে ব্যক্তিমালিকানার উপর এবং মুনাফার লক্ষ্যে গবেষণার ওপর জোর দেওয়ার মূল্য দিতে হচ্ছে জনগণকে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই ভাইরাসের সংক্রমণকে রুখতে গোটা বিশ্বের মধ্যে সবঢ়েয়ে কঠোর লকডাউন বিধি লাগু করল। এটা করা হলো যথন তারা চডান্ত অকর্মণ্যতার পরিচ্য় দিয়েছে ও নিরাপত্তার পরোয়া না করে বিদেশ খেকে আসা নাগরিকদের এ দেশে পা রাখার অনুমতি দিয়ে ফেলেছে। এই লকডাউন তারা লাগু করল অনেক দেরি করে, বিমানে করে আশা বিদেশী নাগরিকদের আসা বন্ধ করল অনেক দেরি করে। এয়ারপোর্টগুলিকে তারা অনেক দেরি করে বন্ধ করলো। বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের বিমানবন্দরেই পরীক্ষা করা হলো না, আবশ্যিক কোয়ারেন্টাইলে রাখার ব্যবস্থা করা হলো না। যদিও জানুয়ারির শেষ থেকেই ঠিক এই পথেই একটি দেশ থেকে আরেকটি দেশে এই রোগ সংক্রমিত হতে শুরু করেছিল এবং এটা সুস্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ২৫ মার্চ থেকে এক নির্মম শ্রমজীবী জনতা বিরোধী লকডাউন রাতারাতি বলবৎ করে দেশব্যাপী লকডাউন লাগু করা হল। শহরে কর্মরত বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকবাহিনীকে বন্দী করে ফেলা হলো। এদের বসবাসের জন্য বরাদ অপরিসর গৃহগুলিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এদের কোনো খাদ্যের সংস্থান রইল না, প্রায় সবারই রেশন কার্ড নেই, নেই কোনও

রেশন, নেই কোন অর্থ বা সঞ্ম। এদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র উভ্য় তরফ খেকেই আশ্বাস দেয়া হলেও আদপে কোন খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হল না। প্রধানমন্ত্রী তিন তিনবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, কিন্তু বাস্তবত এই পরিযায়ী শ্রমিকদের কিছুই সহায়তা জুটল না। প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে ধনীদের বললেন এদের জন্য দান করতে। আদালতের ভূমিকাটা হল তারা শাসকের অবস্থানের সমর্থনে দাঁডাল। এইভাবে এই শ্রমিকরা হয় হেঁটে চলেছেন, নয়তো চেষ্টা করছেন, অন্তহীনভাবে এবং এখনও গোটা দেশজুডে অন্তহীনভাবে হেঁটেই চলেছেন ঘরে ফেরার জন্য। P | 3 এইভাবে ৫০ জনের বেশি মানুষ মৃত্যুর মুখে ঢলে পডেছেন পথেই।

MNC তালুক গুরগাঁওয়ে একজন পরিযায়ী শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। যাদের পথেই আটকে দেয়া হয়েছে বা যারা বাডিতেই থেকে গেছেন, তারা ক্রমেই আরো দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পডছেন। যে হাত সম্পদ সৃষ্টি করে সেই হাতের অধিকারিই এথন শহর থেকে শহরে সামান্য দানের আশা্ম দুই হাত মেলে দাঁডিয়ে আছে। তাও জুটছে হয়তো মাত্র এক বেলার খাবার। তাদের নিজ রাজ্য সরকার বা যেখানে তারা কর্মরত সেই রাজ্যের সরকার উভযের কাছেই এরা অবাঞ্চিত জনতা।

সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকশ্রেণি এবং কর্মচারীরা বেতন ছাঁটাইয়ের সম্মুখীন। MNCগুলা ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করে দিয়েছে এবং সব সরকারগুলোই জানে যে শ্রম আইনে পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলার ফলে বড বড প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বেতন না পাওয়া বা অবধারিত। একথা সরকারও জেনে গিয়েছে এবং অপ্রত্যক্ষভাবে মেনে নিয়েছে, যখন সে ঘোষণা করছে যে শ্রমিকরা যে জেলায় আটকে পডেছে, সেখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের নাম নখিভুক্ত করতে হবে, যাতে সে সেখানেই কাজ পায়। তাদের কি হবে যারা এই আবেদন আগেই করেছে, তাদের কি কোনো মজুরি

দেওয়া হবে? আর একটি নতুন পঞ্জিকরনের বিধি শ্রমিকের ওপর ঢাপানো হল- আর একবার নতুন করে লাইনে দাঁডাও। স্বাস্থ্যকর্মী, সাফাই কর্মী, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শ্রমিকরা(আশা) এই অতিমারির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এদের প্রতিরোধক পোষাক নেই, অতি সামান্য ঝুঁকিজনিত ভাতা এমনকি থাকার ও পরিবারের সদস্যদের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা নেই। পালস পোলিওর জন্য আশা কর্মীরা জনতার মধ্যে থাকেন। স্বাস্থ্য সমীক্ষার জন্য এদের পুলিশ টিম দিয়ে কাজে পাঠানো হয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রশাসনিক আধিকারিকরা বসে খাকেন সুরক্ষিত কার্যালয়ে। এই কর্মীরা প্রায়ই জনতার ক্রোধের মুখোমুখি হন, মানুষ ভুলবশত ভাবেন এরা এসেছেন NPR এর কাজে। আসলে এই ক্রোধের লক্ষ্য কিন্তু সঙ্গে খাকা ওই भूलिम पल।

কেন্দ্ৰীয় সরকার একদিকে এই অতিমারীকে সাম্প্রদায়িককরণে উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে আরও জোর দিচ্ছে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলনরত কর্মীদের উপর আক্রমণগুলিকে আরোও জোরদার করছে । BJP - RSS সরকার এই লকডাউন এর সুযোগকে ব্যবহার করে CAA বিরোধী অগ্রণী আন্দোলনের নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করছে ও সংখ্যালঘুদের হায়রান করছে । অন্যদিকে শ্রম আইনকে ভঙ্গ করে, কোড চালু করছে , এবং ১২ ঘন্টা শ্রমদিবস লাগু করার চক্রান্ত করছে । দেশের অর্থ অতিমারী আক্রান্ত মধ্যে বিতরণ না করে কর্পোরেটদের ধনী করে চলেছে। অতিমারীতে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাত্র ০.৭% বিতরণ করা হচ্ছে । অতিমারীর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারত সরকার এই তথ্যটি গোপন করছে যে জনতার ক্রয় শক্তি কমে যাওয়ার ফলে ভারতের আর্থিক সংকট আগেই ভ্যাবহ হয়ে উঠেছিল। কর্মসংস্থান ও মজুরির উপর শ্রমিকদের অধিকারের ওপর হামলা আক্রমণ এবং আরো বাড়বে । সরকার খুব ভাল করেই জানে যে এই লকডাউন যা 30 এপ্রিল শেষ হওয়ার কথা তাতে এই পর্যাযে শ্রমিক শ্রেণীর মে দিবস উপলক্ষে কর্ন্সস্বরকে আরো তেজবান করবে এবং এই অভিব্যক্তিকে রোধ করতেই লকডাউন পর্যায়কে আরো প্রসারিত করা হলো।

ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণী ! ২০২০ সালের মে দিবসকে --শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং অধিকারের ওপর আক্রমণগুলিকে অতিমারীর আবহে শানিত করা যেভাবে করোনার হচ্ছে – তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে পালন করুন । এই লকডাউনকে যেভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলি শ্রমিক বিরোধী নীতি প্রযোগে ব্যবহার করছে তার

প্রতিবাদ করুন। এই দিনটিতে দৃঢ় কর্ন্থে এই দাবিতে সোষ্টার হোন যে-

- ১) অতিমারীর জন্য ত্রাণকার্যে GDP এর ১০% অর্থ বরাদ করতে হবে । শ্বাস্থ্য বাজেটে GDP-র বরাদ করতে হবে। মূল্যবৃদ্ধিকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে।
- ২) কোন ছাঁটাই, লকআউট, লেঅফ করা চলবে না। সমস্ত ধরনের শ্রমিকদের মজুরি দিতে হবে প্রাইভেট কারখানাগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা রাজ্য সরকার গুলিকে এই কাজে পরিচালিত করতে হবে । এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কেন্দ্র খেকে ঐ বরাদ সংগ্রহ করতে পারবে ।
- ৩) শস্যভান্ডার উন্মুক্ত করতে হবে । জরুরী ভিত্তিতে সবাইকে রেশন দিতে হবে। আগামী ছ্য় মাসের জন্য জরুরি ভিত্তিতে শুকনো রেশন, ডাল, ভোজ্য তেল, স্থালানি প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে ।
- ৪) দেশব্যাপী সমস্ত নির্মাণ শ্রমিকদের, রেজিস্টার্ড বা রেজিস্টার্ড ন্ম এপ্রিল মাস থেকে ত্রাণ ন্ম, রাজ্য সরকারগুলির বোর্ড নির্ধারিত ন্যুনতম বেতন দিতে Р 4 হবে। প্রতিটি ইউনিটে, যেখানে ১০০ বা কম সংখ্যক কর্মরত নিয়মিত ঠিকা এবং আউট্সোর্সড নিয়মিত শ্রমিক আছেন, সেক্ষেত্রে সরকারকে মালিক ও শ্রমিক উভ্যপক্ষেরই PF জমা দিতে হবে। অবিলম্বে সামাজিক নিরাপত্তা বিধি চালু করতে হবে।
- ৫) সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে শক্তিশালী করতে হবে। সমস্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিকে অধিগ্রহণ করতে হবে। সমস্ত জনগণের নিঃশুল্ক এবং ব্যাপক করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করতে হবে, এক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্য বিমা থাকা বাধ্যতামূলক ন্য়। সরকার দ্বারা দেশের সমস্ত শ্রমিককে বিনামূল্যে মাস্ক বিতরণ করতে হবে, কারণ এই অতিমারীর প্রকোপ খেকে বাঁচতে এটিই একমাত্র যুক্তিযুক্ত পন্থা।
- ৬) আশাশ্রমিক, অনিয়মিত সাফাই শ্রমিক ইত্যাদিদের ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে এবং এদের জন্য PF অবিলম্বে লাগু করতে হবে। এবং নিয়োগকর্তাদের জমা দেওয়ার অর্থের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। যেখানে অন্য কোনও যোজনা নেই সেই হাসপাতাল ও কর্পোরেশন ও <u>নিগমগুলিতে</u> কর্মচারীদের সাফাই সরকারের মাধ্যমে একই পরিমাণ ভাতা দিতে হবে।
- ৭) যে সব শ্রমিক কর্মচারীরা নিজভূমিতে ফিরে যেতে

দূরত্বে বসানোর ব্যবস্থা করে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। ছাত্র ও ভক্তদের তো এইভাবেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এদের ঘরে যাওয়া এবং কাজে যোগ দেওয়ার জন্য ফেরার ব্যয় সরকারকে মেটাতে হবে।

- ৮) শ্রম আইনে কোনও পরিবর্তন আনা চলবে না। অনুদানের নামে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের বেতন থেকে বাধ্যতামূলক টাকা কেটে নেওয়া চলবে না।
- ১) অবিলম্বে সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।
- ১০) অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি চাই। গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণ বন্ধ কর। পরিযায়ী শ্রমিক ও প্রতিবাদীদের উপর অতিমারী বিধিনিযমের অপপ্রযোগ বন্ধ কর।

কমরেডস,

দেশের শত শত লোক ইতিমধ্যেই মারা গেছেন, किन्छ लक्ष लक्ष मानूय উপবাস, क्षुधाय पिन काটाष्ट्रन, গৃহচ্যুত হয়ে পড়েছেন। আমরা ভারতবর্ষ সহ গোটা বিশ্বের প্রতিটি শ্রমিক এবং যে সব শ্রমিকশ্রেণি পরিবারে মৃত্যু ঘটেছে তাদের উদ্দেশে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা

জানাই। আমাদের কমরেডরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বঞ্চনা, সামাজিক মর্যাদাহানির সন্মুখীন হচ্ছেন এবং প্রাণ এর কারণ শাসকশ্রেণি শ্রমিক 'শ্রেণি'র নিরাপত্তা নিমে কিছুমাত্র চিন্তিত ন্য। মে দিবস এক ন্যা পৃথিবী গড়ে তুলতে এক আশা, এক সংগ্রামের দিবস। মে দিবস এক নতুন প্রত্যুষের শপখ, এমন এক প্রত্যুষ যা আমরা ঘরে নিয়ে আসব। আসুন, সবাই একত্রে সেই প্রত্যুষকে সেলাম জানাই।

এটি এমন এক মে দিবস যেখানে আমাদের ক্ষোভ, আমাদের দাবিসমূহ ব্যক্ত করতে কিছু ভিন্ন ভিন্ন রূপের অভিব্যক্তির প্রয়োজন। আপনাদের সবাইকে আহান জানাই, নিষ্ক্রিয়তা ন্য়, আসুন সংগ্রামের নতুন পন্থা আয়ত্ত করি। আসুন আমরা উপযুক্ত সতর্কতা নিয়ে সঠিক রূপে নিজেদের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাই। শহীদদের সালাম জানাই, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলে নতুন উষার উদেশে আগুয়ান হই। সবাইকে জানাই আমাদের ঊষ্ণ অভিনন্দন!

-জাতীয় কমিটি, ইন্ডিয়ান ফেডাবেশন অফ ট্ৰেড **इेडेनियन**म

CAA বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বের গ্রেফতারীর বিরুদ্ধে যৌথ বিবৃতি

আমরা যারা এই বিবৃতিতে সই করেছি, আমরা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সকল দেশপ্রেমী গণতন্ত্রপ্রেমী ধর্মনিরপেক্ষ সহনাগরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনারা সকলেই CAA বিরোধী আন্দোলনের কথা জানেন। এ এক ঐতিহাসিক আন্দোলন যেখানে জামিয়ার ছাত্ররা এবং সাধারণ নারীরা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। এই আন্দোলন সারা দেশে এক গভীর সাডা জাগিয়েছিল।

যখন সারা বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসের মহামারী শুরু হল, শান্তিপূর্ণভাবে এই আন্দোলনকে স্থগিত করা হল। এখন দিল্লী পুলিশ প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি নিয়ে এই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের উপর আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে। এই আন্দোলনের জয়েন্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির যিনি মিডিয়া কো–অর্ডিনেটর শ্রীমতী সফুরা জারগরকে এবং সক্রিয় সদস্য মীরান হায়দারকে উত্তরপূর্ব দিল্লীর গণহত্যায় জড়িত থাকা ও অন্যান্য মিখ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যেটা বিশেষ উদ্বেগের কথা, তা হল শ্রীমতী সফুরা জারগার বর্তমানে সন্তানসম্ভবা এবং এমতাবস্থায় তাঁর যত্ন ও চিকিৎসার আশু প্রয়োজন। করোনাজনিত লকডাউনের মধ্যে এ ধরণের কাজ তাঁদের সাংবিধানিক অধিকারের উল্লঙ্ঘন।

আমরা এই ঘৃণ্য কাজের ভীব্র প্রতিবাদ করছি, এবং দাবী করছি যে শ্রীমতী সফুরা জারগার ও মীরান হায়দারের সাংবিধানিক অধকারকে মর্যাদা দিয়ে তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। স্বাষ্ডরকারীগণ–

- President, Federation of Central Universities Teachers' Associations FEDCUTA 2. President, Jawaharlal Nehru University Teachers' Association JNUTA
- Secretary, Jamia Teachers' Association JTA
- Prof. Nandita Narain. Former President DUTA and FEDCUTA
- 7. President/Secretary, All India Democratic Women's Association AIDWA
- 9. Rushda Siddiqui, Working President, National Federation of Indian Women NFIW, Delhi Unit Poonam Kaushik, General Secretary, Pragatisheel Mahila Sangathan, Delhi
 Safdar Hashmi Memorial Trust SAHMAT

- 15. Secretary, Nishant Natya Manch
- 17. General Secretary, Janwadi Lekhak Sangh JLeS
- 19. General Secretary, Kendari Punjabi Lekhak Sabha (Regd)
- 21. President, Association for Rights, Punjab
- 23. Citizens Against Hate
- 25. Karwan-e-Mohabbat
- 27. Dr Vikas Bajpai, Progressive Medicos and Scientists Forum PMSF
- 29. Uma Chakravarti, Feminist Historian
- 31. Dr. Anjali Mehta, Ophthalmologist, N.D.
- 33. Dr. Shaweta Anand, Researcher
- 35. Sherna Dastur, Independent Activist
- General Secretary, All India Union of Forest Working People
- 39. Dr. N. Indira Rani, Researcher & Activist, হাদেরাবাদ

- Jamia Teachers' Solidarity Association JTSA
- Progressive Democratic Student Union
- Annie Raja, General Secretary, National Federation of Indian Women NFIW 10. Justice Seekers Group
- 12. General Secretary, Indian Peoples' Theatre Association IPTA
- Jan Natya Manch JANAM
- General Secretary, All India Progressive Writers' Association AIPWA
- 18. General Secretary, Jan Sanskriti Manch JSM
- President, People's Union for Civil Liberties (PUCL), Delhi
- People's Union for Civil Liberties (PUCL), Rajasthan
- 24. Not In My Name Campaign
- 26. ANHAD
- 28. Dr. Soma KP, Researcher and Policy Analyst
- 30. Pamela Philipose, Journalist, New Delhi
- 32. Shambhu Ghatak, Independent Researcher
- Padmini Kumar, Activist, NOIDA
- Vice President, Indian Society of Labour Economics
- 38. Kalyani Menon-Sen, Feminist Learning Partnerships 40. Working Committee" NO NRC" MOVEME

প্রথম পৃষ্ঠায় যান

<u>দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যান</u>

শ্রমিকদের আত্মমর্যাদা উর্ধেব তুলে ধরুন

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করুন|

সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও যারা নিজেদের সেবামূলক কাজের প্রচার করছেন তাদের উদ্দেশ্যে 🛭

যখন হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভারতবর্ষের রাস্তায় হেঁটে খবরের শিরোনামে এসেছেন তখন সরকার তাদের নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিদ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করছেন। বলা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শহর, মহানগর ও জেলা সদরে আশ্রয় শিবির করে দেওয়া হয়েছে, তাদের দুবেলা খাওয়ানো হচ্ছে ও দেশের অভাবগ্রস্তদের রেশন দেওয়া হচ্ছে। যদিও জাতীয় সংবাদপত্রগুলি শ্রমিকদের গা ঘেঁষাঘেষি করে খাবারের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ছবি রোজ ছাপছে। এটা দিল্লির যমুনা পাড়ের হোক বা চেন্নাই শহরের ব্যস্ত এলাকার হোক একই ছবি ধরা পড়ছে যেখানে ভাইরাস এড়াতে শারীরিক দূরত্ব বা মুখে মাস্ক রাখা কিছুই মানা হচ্ছেনা।

এমনকি সামাজিক মাধ্যমেও সঠিক থবর আসছে না। সরকারি নেতারা, কর্মীরা বা আধিকারিকরা ক্যামেরার সামনে বিষাদগ্রস্তদের হাতে থাবারের প্যাকেট তুলে দিচ্ছে, তারা ক্যামেরায় মূখ দেখাতে বেশি উৎসাহী অন্যদিকে শিশুরা মুঠোর মধ্যে একটি কলা নিয়ে ক্যামেরার দিকে অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে আছে।

এটা ঠিক যে সাধারণ মানুষ, কিছু উদারপন্থী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও পেশাদার সংগঠন স্কুধার্ত মানুষদের থাদ্য সরবরাহ করছে। যদি সব পরিযায়ী শ্রমিক পুরোপুরি সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকতো তবে তাদের অনেককেই স্কুধার্ত P 6 অবস্থায় থাকতে হতো। সরকার অনেক রাজ্যে অভাবীদের চাল দিচ্ছে কিন্তু তার সাথে ডাল, রান্নার তেল বা স্থালানি দিচ্ছে না। আবার অনেক অ–সরকারি সংস্থা সাহায্যের ছবি তুলে রাখছে পরবর্তী সরকারি ফান্ড (তহবিল) পাওয়ার জন্য। সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলিই আজ শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্থ ও স্কুধার্ত করে তুলেছে। শ্রমিক বিরোধী নীতির জন্য সরকারকে একদিন সংঘর্ষের মুখোমুথি দাঁড়াতে হবে। যে পরিযায়ী শ্রমিকরা আজ রাস্তায় বা আশ্রয় শিবিরে, কেউবা বস্থিতে এবং তাদের শিশুরা কৌটো হাতে থাবারের জন্য বিশাল লাইনে দাঁড়িয়ে সেই শ্রমিকরা দু–সপ্তাহ আগেও কেউ ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক কেউ ছোট কল কারথানায় কর্মরত কেউ চুক্তিবদ্ধ বা ঠিকা শ্রমিক কেউ বা ছিলেন ফেরীওয়ালা। তারা রোজ কঠিন পরিশ্রম করে পরিবারের জন্য রোজগার করতো। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন কমে অসংগঠিত ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিক বাড়ছে। সমাজের জন্য যারা কাজ করেন আজ তারা কর্মহীন, কপর্দকশূন্য, সামাজিক নিরাপত্তাহীন। করোনার জন্য উৎপাদন বন্ধ। রোজকার কর্মীদের কাজ নেই।

দেশ আজ দেখছে, শ্রমিকরা লাইনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে থাবার নিতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারি নীতি তাদের আত্মপরিচ্য়, মর্যাদা সব কেডে নিয়েছে। সাহায্যের নামে তাদের যেন ভিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

হ্যাঁ, আজকে শ্রমিক ও তার পরিবার খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের বলা হচ্ছে অপেক্ষা করতে, কিন্তু সরকার বুঝতে পারছে না খাদ্য পাওয়াটা তাদের অধিকার। সরকারকে এই সময় তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। আমরা আবেদন করছি, হ্যাঁ, এই সময় ভারতবর্ষের সর্বস্তরের জনগণ আপনার খাবারটা তাদের সাথে ভাগ করে নিন। এমনভাবে করুন যাতে তাদের আত্মমর্যাদা ও চিকিৎসার সুরক্ষা দুইই রক্ষা পায়।

শ্রমিকদের আত্মমর্যাদাকে উধ্বের্ব তুলে ধরুন আর সরকারী বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ক্যামেরা বন্ধ করুন।

অপর্ণা সভাপতি ইফটু (IFTU) ৭ এপ্রিল, ২০২০।

বাতি স্থালানোর চমকের বিরুদ্ধে ১০ মিনিটের প্রতিবাদ

কোটি কোটি গ্রামীণ অভুক্ত মানুষ, অসংগঠিত শ্রমিক চরম দুরবস্থায় দিন গুজরান করছেন। দেশের চিকিৎসা পরিকাঠামোর বেহাল দশা। কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। দেশের সরকার কথনো ঘন্টা, কখনো বা বাতি স্থালাবার নিদান দিচ্ছে। দেশের মানুষের সঙ্গে এ এক নির্মম রসিকতা। আসুন, সকলে মিলে বলে উঠি-

- দেশের সকল মালুষের পর্যাপ্ত থাদ্যের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।
- ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি দায়িত্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন জীবিকার নিরাপত্তা সরকারকে দিতে হবে।

এই দাবিতে গত ৫ এপ্রিল, ২০২০-র প্রতিবাদের কিছু ছবি। কলকাতায়, হুগলীতে, বর্ধমানে।

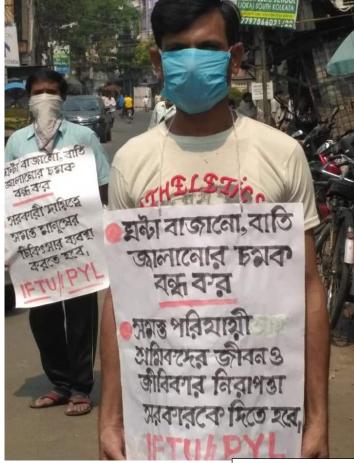












P | 9

শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, সামাজিক বন্ধন জোরদার করুন

করোনা ভাইরাস দূরীকরণে "সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা" ও "লক ডাউন"–এর কারণে সৃষ্ট দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সব থেকে বেশী সংকটে পড়েছেন দেশের থেটে খাও্য়া গরীব মানুষ। যত দিন যাচ্ছে সংকট তত বাডছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাডছে। কেন্দ্র সরকার নাম মাত্র সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্য সরকারের সাহায্যও প্রয়োজনের তুলনায় কম।

এমতাবস্থায় আমরা IFTU (Indian Fedaration of Trade Unions), AIKMS (সারা ভারত কৃষক মজদুর সভা) ও ঢা বাগান শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে পর্যাপ্ত সাহায্যের দাবীর পাশাপাশি কিছু পরিমাণ প্রত্যক্ষ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। দক্ষিণবঙ্গের গ্রামীণ ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেত মজুর, কলকাতার অসংগঠিত শ্রমিক, উত্তর বঙ্গের চা বাগান শ্রমিকরা থুবই থারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। ওই অংশের মানুষের পক্ষে আমরা দাঁডাতে চাইছি সীমিত সামর্থ্য নিয়ে।

সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন আপনারা সাহায্যের হাত বাডিয়ে দিন। সাহায্য নগদ ও ব্যাঙ্ক মারফৎ করতে পারেন।

ব্যাঙ্কের বিবরণ-

অ্যাকাউন্ট হোল্ডাবের নাম- Kartick Chakraborty

ব্যাঙ্কেব নাম্-State Bank Of India

ব্রাঞ্বে নাম্-Siriti-Muchipara Branch

Account No.-34306100756

IFSC-SBIN0011533

যোগাযোগ-

কলকাতা- আশীষ দাশগুপ্ত (9163541946)

হুগলী- সুজন চক্রবর্তী (8697897182)

বাঁকুডা- শুভ্রাংশু মুখার্জি (৪158996418)

শিলিগুডি- প্রাণ চন্দ (9434665882)

অমূল্য দাস (9832085874)

জলপাইগুড়ি- অমল রায় (9641776886)

বর্ধমান-**নাবায়ণ পাঁজা (9800044256)**

P | 10

#সহযোগিতার হাত









२১ अञ्चिन, २०२०, गावीविक पूर्वप्र वजास (न्र(थरे प्रामाजिक वद्मन দূঢত্তর করতে বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লক্ষে विनियाखाए श्राम পঞ্চামেতের ওলতোড়া গ্রামে সারা ভারত কৃষক মজদুৰ সভাৰ পক্ষ থেকে ১৫০ টি ক্ষেত্ৰসমূৰ भविवात्व्य शांख छूल (प3्या रन जन।





দিল্লীর পর মহারাষ্ট্রের বান্দ্রা: থিদের স্থালায় ভাঙল লকডাউন, ভূথা শ্রমিকের উপর লাঠিচার্জ পুলিশের

দিল্লির পর এবার মহারাষ্ট্র। খিদের স্থালায় লকডাউন ভেঙে বান্দ্রা স্টেশনে জমায়েত হলেন প্রায় তিন হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। লকডাউন বিধি ভঙ্গ করার দায়ে স্কুধার্ত এই শ্রমিকদের পিটিয়ে তাড়াল মারাঠা পুলিশ। প্রশাসনের নাকের ডগায় এই ঘটনা ঘটলো।

জানা গিয়েছে, ১৪ এপ্রিল দুপুর থেকেই বান্দ্রা স্টেশনে হাজির হতে

থাকেন পরিযায়ী শ্রমিকদের তাঁরা আর কোনও ভাবেই দীৰ্ঘদিন ধরে অনাহারে টাকা থাকলেও মিলছে না আশ্রয়। হ্য প্রশাসন নইলে তাঁদেব করুক, ব্যবস্থা করা হোক। বান্দ্রা স্টেশনে হাজির হয়ে শ্রমিক। তলতে থাকেন ঘরে ফিরতে চাই। তাতেই শ্রমিকদের দন্দ। মারতে नाठियान পুলিশের করে



একাংশ। তাঁদের দাবি, থাকতে পারছেন না। রয়েছেন তাঁরা। পকেটে পর্যাপ্ত থাবার। বাডি ফেবার ব্যবস্থা পেট ভ্রানোর এটুকুই দাবি তাঁদের। তিন প্রায় স্লোগান- খাবার নেই, মারতে এলাকাছাডা বাহিনী।

এর আগে গুজরাটে খাবার ও বেতনের দাবিতে কাপড় কারখানার শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে তীব্র বিক্ষোভ দেখান।

তিন সপ্তাহের লকডাউনের ফলে, আয় হারিয়েছেন দৈনিক মজুরিতে কাজ করা এই শ্রমিকরা। পরিবহন ব্যবস্থা বন্ধ থাকার কারণে তাঁদের অনেকেই বাড়ি ফিরতে পারেননি। বিনামূল্যে থাবার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি

দিয়েছে সরকার,
সবদিন দুবেলা
অনেকেই। দিল্লীর
বাস টার্মিনাস থেকে
বান্দ্রা, সামাজিক
বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য



ভারপরেও
থাবার পাননি
আনন্দ বিহার
শুরু করে
দূরত্ব সংক্রান্ত

কেরার জন্য আকুল শ্রমিকের ভিড় আসলে এই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সাধারণ থেটেখাওয়া মানুষের চরম অনাস্থারই প্রতিফলন। যদিও সময থাকতে এদের ঘরে ফেরার ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, সেই পরামর্শটুকুই দেয় নি যে শাসক, সেই শাসকই আজ এই শ্রমিক-বিক্ষোভের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে দেশ বিরোধী চক্রান্তের গন্ধ। আজ যথন কয়েকশো মাইল পথ পায়ে হেঁটেই ঘরে ফেরার জন্য মরীয়া শ্রমিকরা রাস্থায় নেমেছেন, তথন বিভিন্ন রাজ্যের ত্রাণ শিবিরে তাঁদের রাখার বন্দোবস্থ হয়েছে। চরম দুর্দশার মধ্যে দিন গুজরাণ করছেন ত্রাণ শিবিরে আটকে থাকা ২০ লক্ষ শ্রমিক।

সুবাটে শ্রমিক বিষ্ফোভ

১৪ এপ্রিল সন্ধ্যাতেই নিজ রাজ্যে ফেরার দাবিতে ফের উত্তাল হয়ে ওঠে সুরাটও। এর আগের সপ্তাহেও বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন এই শ্রমিকরা। এদিন ভারাচ্ছা এলাকায় জড়ো হয়ে ঘরে ফেরার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ভিন্ রাজ্য থেকে সুরাটে কাজ করতে আসা কয়েকশো শ্রমিক। পরে পুলিশের বড় কর্তারা বিশাল বাহিনী নিয়ে গিয়ে পরিশ্বিতি সামলান।

সুরাটে আছেন কম করে ১২
লক্ষ ভিন্ রাজ্যের শ্রমিক।
বেশিরভাগই যুক্ত বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে।
এঁরা প্রধানত ওড়িশার গঞ্জাম জেলার
অধিবাসী। আশ্রম শিবিরে থাকা এই
শ্রমিকদের অভিযোগ, ভরপেট
থাবারটুকুও মিলছে না তাঁদের।
তাঁদের দাবি সরকারি ব্যবস্থাপনাম
বাসে করে বাড়ি ফেরার বন্দোবস্থ
করা হোক তাঁদের জন্য।

নির্মম দৃশ্য, শ্মশানের কলা কুড়িয়ে থাচ্ছেন শ্রমিকবা

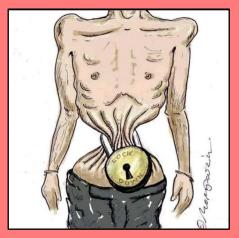
শুকলো জমিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাকা কলা। কোনওটা পুরো পচে গিয়েছে। কিছু আবার ভাল অবস্থাতেও রয়েছে। এই কলার স্থূপের পাশেই ব্যাগ হাতে জড়ো হয়েছেন কয়েকজন। ছড়িয়ে– ছিটিয়ে থাকা কলার মধ্যে থেকে বেছে বেছে ভাল কয়েকটা হাতের ব্যাগে ভরে নিচ্ছেন তাঁরা।

দিল্লির নিগমবোধ ঘাটের কাছে একটি শ্মশানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল কলাগুলো। অনুমান, কোনও সৎকারের কাজেই ব্যবহার করা হয়েছিল ওগুলো। এদিন এই শশ্মানে জড়ো হওয়া লোকেদের বেশিরভাগই

ভিনরাজ্যের শ্রমিক।

ধু রেশনে চাল আর গম পেয়ে মানুষের সংসার চলছে না। গরীব, প্রান্তিক মানুষকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার। ভারতের 40 কোটি দিন আনা দিন থাওয়া মানুষকে

মাসে মাথা পিছু 10 কোটি টাকা লাগবে ঠিকই, দেশের 500 টি বড় কোম্পানি কোটিপতি অফিসারদের ওপর চাপালেই 100 লক্ষ কোটি টাকা সালে এক একটি কোম্পানির হাজার কোটি, কারো 35 97 হাজার বেসরকারি কোটি টাকার বেশি বেতন অনাহার থেকে মানুষকে



হাজার টাকা দিতে হলে 4 লক্ষ
কিন্তু হিসাব দেখাচ্ছে যে
আর সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া
মাত্র 25 শতাংশ করোনা-কর
উঠে আসতে পারে। 2019
নিট মুনাফা ছিল কারো 38
হাজার কোটি টাকা। দেশের
কোম্পানির অফিসার 1
পান। লকডাউনজনিত
বাঁচানোর এটাই একমাত্র

উপায়। এই বিষয়টি এখনও আলোচনায় আসছে না। জনমত গড়ে তুলুন।

বন্ধক বেশন কার্ডও

সোলা বন্ধক হয়। মানুষ অভাবে পড়ে বাডি-জমিও বন্ধক রাখতে বাধ্য হন। কিন্তু বন্ধক রাখা হয় রেশন কার্ডও!

করোনা মোকাবিলায সরকার গরীব মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দেবে-এই ঘোষণার পরই পুরুলিয়ার ঝালদা থানার সারজুমাতু, ইচাগ সহ বেশ ক্মেকটি গ্রামে রেশন কার্ড ফেরতের জানিয়ে মোট ১৪ স্বাক্ষরিত চিঠি জমা পডেছে প্রশাসনের কাছে। এদের মধ্যে ইন্দ্রা কালিন্দী নামে এক মহিলা জানিয়েছেন, ক্ষেক বছর বিটির বিহার সময় তিনি মহাজনের কাছে কর্জ করেছিলেন ১০০০০ টাকা, মহাজনের কাছে পরিবারের সবার রেশন কার্ড বন্ধক রেখে। তথন থেকে কার্ডগুলো ওই মহাজনের কাছে, রেশনের মাল তোলে মহাজনই। ইন্দ্ৰা সহ এ গ্ৰাম থেকে ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রীর কাজে যাওয়া বেশ কিছু মানুষ তাঁদের কার্ড বন্ধক দিয়েছেন। করোনার কারণে গ্রামে ফিরে তাঁদের অন্ন জোটালোই কঠিন। কার্ড বন্ধকীর কারবারি এরকম এক মহাজন গুণা কুইরি বলেছে আসলটা ফেরৎ দিলে তবেই সে ফেরৎ দেবে এরাজ্যের সামন্ততান্ত্ৰিক **শোষণের থন্ডচিত্র এটা।** (সূত্র: এই সময়, 50/08/2020)

বাংলার জুট শ্রমিকদের আও্যাজ

করোনা অতিমারীর পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যে কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে সমগ্র জনগন নিদারুণ সংকটের মধ্যে পডেছেন। এই অবস্থায় এ রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী অববর্ণনীয় দৃঃথ কষ্টের মুখোমুখি। লকডাউনের পর্যায়ে বন্ধ বেশ কিছু জুটমিলের মালিকেরা শ্রমিকদের কোনো ধরনের মজুরি দিতে অশ্বীকার অন্যদিকে ৬.১ বেল উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে চাহিদা থাকা HDPE/PP ব্যাগের দেওয়ার কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা জারি করা হ্মেছে, যাতে পাটশিল্প ধ্বংসের বিপদ বেডেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা দাবি জানাই যে- (১) লকডাউন তথা কাজ বন্ধ থাকাকালীন সমগ্ৰ পৰ্যায় জুড়ে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি দিতে হবে। (২) এই পর্যায়ে শ্রমিকদের সমস্ত প্রাপ্য শ্রমবিধি যথা ই এস আই ইত্যাদি সচল হবে। (৩) পরিবারগুলিকে পুর্ণ ফ্রি রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা কবতে হবে।

শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে ও সামাজিক বন্ধন অটুট রেখে জুট শ্রমিকদের সংগ্রামী ঐক্য দূঢ়তর হোক।
-সুজন চক্রবর্তী, রাজ্য সম্পাদক, ইফটু, পশ্চিম বঙ্গ, ১১ এপ্রিল, ২০২০.

লকডাউনের জন্য ফসল বেচতে না পেরে আত্মঘাতী কর্ণাটকের কৃষক।

লকডাউন। নিজের ক্ষেতের ফসল বেচতে পারছেন না। ব্যাঙ্ক ও স্থানীয় মহাজন সব মিলে মোট ঋণের অঙ্ক ৪৪০০০০ টাকা। জমিতে বসানো আগের দুটি বোরওয়েলই খারাপ হয়ে যাওয়ায় তিনি ঋণ করেছিলেন নতুন দৃটি বোরওয়েল বসানোর জন্য। কম বৃষ্টিপাত ও জলস্তর নেমে যাওয়ার কারণে এই দুটি দিয়েও সেচ দেওয়া গেল না। কোনও রকমে ফসল রক্ষা কিন্ধ লকডাউনের নিষেধের কারণে বিক্রি করা গেল না। ভেবেছিলেন ফসল বেচে ঋণ শোধ করবেন। সেই শেষ আশাটুকুও নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন কর্ণাটকের তুমাকুরু জেলার ৬০ বছর বয়সী এই কৃষক।

এলাকার বিধায়ক গাছ খেকে ঝুলন্ত মৃতদেহের সামনে পোজ দিয়ে ছবি তুলিয়ে পোস্ট করেছেন সোশাল মিডিয়ায়। এই আমাদের দেশ।

(সূত্ৰ- clarionindia.net)

প্রথম পৃষ্ঠায় যান

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যান

কীভাবে এই করোনা ভাইরাসের সঙ্গে লড়াই করবেন না। আসুন শিথে নেওয়া যাক মোদি সরকারের কাছ থেকে।

(यपि जाभनात शाल এकमात्र प्रमाधात्मत উभाग रम शाकुि, जत प्रव किष्टुकि (भातक मान शाक्र शाक्र ।)

ভারতে করোনা অতিমারীর রক্তচক্ষু বর্তমান আরএসএস-বিজেপি মোদি শাসননীতির সরকারের ভ্রত্মঙ্কর ক্রটিগুলিকে উন্মুক্ত করে দিল। এই অতিমারী আজ কোটি কোটি ভারতবাসীর সামনে প্রাণহানির আশঙ্কা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে এবং এই সমস্ত অসহায়, বঞ্চিত মানুষগুলির সুরক্ষার জন্য এই অতিমারীর শুরুতেই কিছু পদক্ষেপ করার দরকার ছিল, যাতে এই অতিমারীকে ঠেকানো যায়। সে বিষয়ে ঢোকার আগে আসুন কিছু তথ্য দেখে নেওয়া যাক:

- ক) টীনে উহান প্রদেশে করোনার প্রথম থবরটি প্রকাশ পায় ২০১৯ এর ১৭ নভেম্বর। চীন সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীকে জিনোমটির বিষয়ে অবহিত করে যাতে অন্যান্য দেশগুলি সম্য় থাকতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করতে পারে ও অতিমারী মোকাবিলায় যথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
- থ) করোনা ছডিয়েছে প্রায় গোটা ইউরোপ আমেরিকা জুডে, তার সাথে জাপান, ইরান ও দক্ষিণ কোরিয়ায়। কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখার নীচে অবস্থিত দেশগুলিতে এর প্রকোপ নামমাত্র । এর কারণ নিশ্চয়ই সময়ের সাথে সাথে জানা যাবে । উহানের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য সম্পর্কই প্রাথমিক পর্যায়ে ঐসব অঞ্চল করোনার দ্রুত প্রসারের কারণ । ভারত, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকায় করোনার প্রসার যে দেরিতে হচ্ছে ও আক্রান্তের সংখ্যাও যে তুলনায় কম তার কারণ মোটেও এটা ना यে এসব দেশে नজরদারি খুব কড়া, মানুষ এথানে মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে খুব সতর্কভাবে চলছেন বা এসব দেশে মানুষের স্বাস্থ্যের হাল খুব ভালো।
- গ) টীন করোনার আক্রমণ ঠেকাতে প্রথমেই উহান শহরটিকে ও তারপর হুবেইকে সব অর্থে বন্ধ করে দেয় এবং সমস্ত দেশ জুড়ে নানা ব্যবস্থা নিয়ে ফেলে। কারখানাগুলির উৎপাদনে বদল এনে সেগুলিতে মাস্ক, স্যানিটাইজার, রেসপিরেটর এবং হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিপুল সংখ্যায় তৈরি করতে শুরু করে । দক্ষিণ কোরিয়া সমস্ত আক্রান্ত ব্যক্তির ও তাদের সংস্পর্শে যারা এসেছেন, সবার পরীষ্ষার ব্যবস্থা করে ও পাশাপাশি অন্যান্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ।

জাপান প্রথম আক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়ামাত্র বিদেশ থেকে আসা প্রতিটি মানুষকে কোয়ারান্টাইনে পাঠায়।

- ঘ) এই যথন টীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ছবি, তখন মোদী সরকার প্রথম দু'মাস, মার্চের ৫ তারিথ পর্যন্ত বিষ্মটির গুরুত্ব অশ্বীকার করে গেছে, মন্ত্রীরা এমনকী ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও করেছেন। একমাত্র যাঁরা এই রোগকে বিদেশ থেকে বয়ে আনতে পারেন, তাঁদের যাতায়াতেও কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হ্য়নি। বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের কোনো পরীক্ষা–নিরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হ্মনি । দেশের বিভিন্ন এ্যারপোর্টে না করা হল কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা, না করা হল বিদেশ খেকে যাত্রীদের কোয়ারান্টাইন করার কোনো সিদ্ধান্ত । সরকার কিন্তু খুব ভালো করেই জানত যে, ভাইরাস ছডায় কেবল আন্তর্জাতিক স্তরে ভ্রমণ করেন P | 15 যেসব মানুষজন তাঁদের মাধ্যমেই মানুষজনের অধিকাংশই আবার সমাজের উঁচু তলার বাসিন্দা এবং উঁচু তলার অফিসারের দল, যাঁদের কোনোভাবে একটু শৃঙ্খলাবদ্ধ করার চেষ্টা করলেই তাঁদের প্রচুর বিরক্তি উৎপাদিত হয়। সরকারের এই গাছাড়া মনোভাবের পিছনে আছে বোধহ্য উচ্চকোটির নাগরিকগণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডিসেম্বরেই এই বিপদের কথা সরকারকে জানিযেছিল ।
- ঙ) ভারতে সরকারের নড়াচড়া তথনই দেখা গেল, যথন পর্যটক ও ভিআইপিদের রোগ ধরা পড়তে লাগল । সঙ্গে সঙ্গে সরকার লকডাউন করে, করে , আর এই ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভয়ঙ্কর প্রচার ঢালিয়ে একটা গণ হিস্টিরিয়া তৈরি করল। উপরক্ত শুরু হল নিয়মের কডাকডি মানছে না বলে সাধারণ মানুষের উপর দোষারোপ । প্রধানমন্ত্রী বললেন, যেহেতু আপনারা এই জনতা কার্ফু মানছেন না, তাই আমরা এটা ঢাপিয়ে দেব। ডাক্তার বা স্বাস্থ্য ও থাদ্য দফতরের আধিকারিকরা নন, 'স্বাস্থ্যের' সামলাতে সবথেকে বেশি দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন পুলিশ
- চ) ভালো করে খেয়াল করুন, যত বেশি করে ধরা পডছে যে, ভিআইপিরা প্রাথমিক সুরক্ষা বিধি ভঙ্গ

করছেন তত বেশি বেশি সাধারণ মানুষের উপর রোগ ছডানোর ক্ষেত্রে এইসব সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা নেই । ২৪ মার্চ পর্যন্ত সংসদের অধিবেশন চলল, ভিআইপিদের জমায়েতও বন্ধ হল না, বড বড সব হোটেল খোলা রইল, পার্টিও চলতে খাকল, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রাতরাশ – তাও! মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করল এবং মুখ্যমন্ত্রীর যোগদান সমেত ২৫ মার্চ পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব রক্ষা বিধির তোয়াক্কা না করেই।

কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য লকডাউন- কলকারখানা, দোকানপাট, (প্রায় বন্ধ), পরিবহন, রেল – সর্বত্র । এমনকী বাডি থেকে বের হলেই পুলিশ নির্মমভাবে পেটাচ্ছে, এফআইআর দায়ের করছে, আটক করছে, মানুষকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় । যথন ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া অগুনতি শ্রমিকের ঘরে ফেরার জন্য দরকার ছিল ট্রেনের সংখ্যা বাডানোর, তথন রেলের যাত্রী পরিবহন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হল।

গ্রামে মানুষের কাজ নেই, রোজগার নেই, দোকানপাট বন্ধ, কোনো পরিষেবা নেই- জীবন স্তব্ধ । সবথেকে থারাপ অবস্থা বড শহরগুলিতে– যেথানে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের দল এসে জড়ো হ্মেছেন, আজ তাঁরা কর্মহীন । অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে মহামারীর আতঙ্ক, মৃত্যুভ্র। এই অচেনা মৃত্যুু উপত্যকা পার হয়ে বহুদূরের গ্রামে, নিজভূমে স্বজনের কাছে ফিরতে চাইছেন তাঁরা । যেখানে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা, সেইরকম পরিবেশেই সবচেয়ে দ্রুত ছডাতে পারে করোনা। এঁরা অসহায়– থাকার ক্ষেত্রেও, আর করোনা সংক্রমণের সম্ভাবনাতেও। যদি গোষ্ঠী সংক্রমণের মাধ্যমে করোনা মহামারীর আকার নেয়, নিঃদন্দেহে তা শুরু হবে এইদব জায়গা খেকেই।

এর উপরে আছে জেলখানাগুলি। সুপ্রিম কোর্ট দুর্ভাগ্যজনকভাবে একটা দায়সারা নির্দেশিকা দিয়ে

জানিয়েছে সংশোধনাগারে ভিড কমাতে হবে । কিন্ত কবের মধ্যে? কোনো তারিখের উল্লেখ নেই । আর এদিকে ছোটখাটো অপরাধের জন্য মানুষকে গ্রেফতার করারও বিরাম নেই। ভিডে ঠাসা জেলগুলিতে সংক্রমণ আসতে পারে একমাত্র বাইরে থেকেই। সামান্য অপরাধের জন্য যারা জেলবন্দি অনতিবিলম্বে তাদের ছেডে দিলে যাদের ছাডা হল আর যারা আটক রইল উভয়েরই শ্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি একটু ভালো জায়গায় পৌঁছাত।

দেখা গেল লকডাউনের শেষ ক্ষেত্রটি, ঘটনাচক্রে বিমান পরিষেবা । আর ব্যক্তিগত গাড়ি তো এখনও এর আওতায় আসেনি।

জ) কাগজে কলমে আপৎকালীন থাদ্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ঢালু আছে আর কর্মীপিছু সারা মাসের থরঢ বাবদ মাসে মাত্র ১০০০ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে । সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই বাডি বাডি থাবার পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্ত পরিকাঠামোই নেই । এই চরম দুর্দশায় মজুত দ্রব্যের ভাঁডারও সুরাতে থাকবে আর প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব ও আতঙ্ক দুইই বৃদ্ধি পাবে। ইকোনমিক টাইমসে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী মার্চের ২০-২২ তারিখে যেখানে ৩৫% ক্রেতা ই-কমার্সের মাধ্যমে P | 16 তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারছিলেন না, সেথানে ২৩–২৪ তারিথে সেই হিসাবটা লাফ দিয়ে বেডে দাঁডিয়েছে একই १०%। অবস্থা বাজারেরও।সেথানে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে এসে তা না পাওয়া ক্রেতার সংখ্যা ১৭% খেকে একলাফে বেডে হয়ে গেছে ৩২%। ইতিমধ্যেই দিল্লি–নয়ডা সীমান্তে একদিন যানজট দেখা দেয় জোর করে গাডি আটকানোর কারণে । আমরা একটা অভূতপূর্ব অবস্থার মধ্যে দিয়ে याष्टि এবং এই এই ना পाওয়ার অবস্থা यদি ना घारि, তাহলে থুব সঙ্গত কারণেই বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটবে । করোনা থেকে সুরক্ষা বা মোদির পুলিশের হাতুডির ঘা খাওয়ার ভয়ের খেকেও নিজেদের খাদ্য ও চিকিৎসার প্রয়োজন তখন অনেক বেশি জরুরি হয়ে উঠবে তাদের কাছে।

করোনার ছড়িয়ে পড়া আটকাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয় ও বিজ্ঞানসম্মত কিছু প্রামর্শ মাথায় রাথা দ্রকার:

করোনা ছড়ায় ড্রপলেটের মাধ্যমে, বায়ুবাহিত রোগ হিসেবে নয়। তার মানে করোনা আক্রান্ত বা ভাইরাসটির বাহক কোনো ব্যক্তির দেহ থেকে বেরোনো

ভ্রপলেট যদি অন্য কোনো ব্যক্তির দেহ পর্যন্ত পৌঁছায় তবেই রোগটি একজনের দেহ আর একজনের দেহে যাবে । আক্রান্ত বা বাহক ব্যক্তি যদি হাঁচেন তবে

সেই হাঁচির সঙ্গে বেরিয়ে আসা ড্রপলেট সর্বাধিক ১মিটার দূরত্ব পর্যন্ত যেতে পারে এবং এটি বায়ুতে বাঁচে মাত্রই ২ থেকে ৩ ঘন্টা । এই ড্রপলেটের মোকাবিলা করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হল যে কোনো ফাঁকা বা খোলা জায়গা। খোলা জায়গায় ড্রপলেট উবে যায় তাড়াতাড়ি আর খোলা বাতাসে ভাইরাসের পরিমাণও দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে । এই ডুপলেট হাত, মোবাইল ফোন বা অন্য কোনো মাধ্যমে পডলে কিন্তু ভাইরাস সেগুলি দ্বারা বাহিত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে ১-২ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে । একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এটা ভেবে আভঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই যে, একটি ভাইরাস শরীরে ঢুকলেই আমরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ব। প্রকৃতপক্ষে তথনই আমরা আক্রান্ত হব যথন আমাদের দেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দ্বারা যতদূর পর্যন্ত সংক্রমণ আমরা ঠেকাতে পারি তার চেয়ে বেশি মাত্রার সংক্রমণ আমাদের দেহে ঢুকবে । সাধারণভাবে যেসব অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং বিশেষত যাঁরা হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা হাঁপানি জাতীয় অসুথে ভুগছেন এবং বয়স্ক মানুষদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । সবচেয়ে জরুরি কথা হল, ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পুষ্টিকর খাদ্য অবশ্যই প্রয়োজন যা দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয় ।

সংক্রমণ ঠেকাতে আর যা যা করতে হবে:

- সাধারণ মানুষের মধ্যে ১ মিটার দূরত্ব ও রোগী বা রোগ হয়ে থাকতে পারে এমন ব্যক্তির থেকে ২মিটার পর্যন্ত দূরত্ব বজায় রাখা।
- ii) সকলের মাস্ক ব্যবহার করা।
- প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই রাস্তা থেকে ঘরে খাওয়ার আগে ভালো করে ঘষে ঘষে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া ।
- অসুথ হয়ে থাকতে পারে এমন মানুষ ও বিশেষত বয়স্ক মানুষদের পৃথক রাখার ব্যবস্থা করা।
- একটিমাত্র ঘরে বহু মানুষের বাসের ব্যবস্থা এবং জেলখানায় বহু মানুষকে আটক রাখার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব ভিড় কমিয়ে ফেলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

- দেশের সব মানুষের পুষ্টির যত্ন নেওয়া। vi) এবং
- সঠিক চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা প্রস্তুত vii) রাখা।

এই অতিমারী মোকাবিলাম যে যে প্রিকল্পনা নিতে হবে:

- বেশ ক্ষেক মাস লেগে যেতে পারে এই অতিমারী সামাল দিতে ।
- শুধুমাত্র বিত্তবানদের জন্যই ন্য়, সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে গোটা সমাজের জন্য এবং নজরদারি করতে হবে যাতে সেই প্রত্যেকে সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলি মেনে চলে।
- মনে রাখতে হবে দেশের অধিকাংশ মানুষই অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে ঘুপটি ঘরে বাস করে। এবং
- iv) যথন সম্পূর্ণ জনজীবন স্তব্ধ করে দেওয়া হবে P | 17 তখনও যেন খাদ্য আশ্রম, জল, চিকিৎসা, মৃত্যুকে জরুরি পরিষেবার মধ্যে রেথে দেওয়া হয় ।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যে বক্ষ হতে পাব্তো:

- আন্তর্জাতিক স্তরে সংক্রমণের অবস্থা আগে থেকেই দেখতে পেয়ে বিদেশি পর্যটকদের অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া যেত। যাঁরা পর্যটক নন, প্রয়োজনে আসছেন তাঁদের পরীক্ষা করে প্রয়োজনে কোয়ারান্টাইনে করে রাখা যেত । এই কাজটি করা উচিত ছিল ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই যথন ইউরোপ জুড়ে ভাইরাসটি ছড়াতে শুরু করেছে ।
- বস্তি ও জেলখানাগুলিতে মানুষের যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া যেত । যাঁরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গেছেন তাঁদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যায় ট্রেনের ব্যবস্থা করে তাঁদের ঘরে ফেরার বন্দোবস্তু করে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল । মানুষ যাতে ট্রেন না পেয়ে আতঙ্কিত না হয়ে পড়েন পড়েন সেই মতো ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা করারও দরকার ছিল । বস্তির মানুষকে সাময়িকভাবে কোনো নির্মীয়মাণ বাড়িতে

আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করে বস্তির ভিডের মাত্রা কমানো যেত । সমস্ত বৃদ্ধ ও অসুস্থ মানুষকে ঘরে থাকার নির্দেশ দেওয়া যেত। যযথোপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করে সমাজের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেত কমব্যসীদের। আপৎকালীন অবস্থায় বিনামূল্যে পরিবহনের ব্যবস্থা করাও উচিত ছিল।

- প্রতিটি গরিব মানুষের জন্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ iii) খাদ্য যাতে ডিম, মাংস, ডালের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ থাবার থাকবে তার ব্যবস্থা করা বা অন্তত তাদের হাতে অতিরিক্ত টাকা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, যাতে তারা প্রয়োজনীয় পৃষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য কিনতে পারেন । প্রয়োজন ছিল জ্বালানি ও জলের ব্যবস্থা করা। উৎপাদিত শস্য ও পণ্য সংগ্রহের স্ব্যবস্থা ও তার বন্টনের বন্দোবস্ত করার দরকার ছিল । এতে করে ঐসব মানুষের সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভরসাও বাড়ানো যেত।
- প্রতিটি ব্লক বা গ্রামে গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলিকে iv) দায়িত্ব দেওয়া যেত মাক্ষ, সাবান, স্যানিটাইজার উৎপাদনের । গ্রামের যুব সম্প্রদায়কেই বাড়ি বাড়ি পাঠানো যেত এগুলি বিতরণ করার জন্য- মাখাপিছু দুটি করে মাশ্ব, প্রত্যেক বাডিতে সাবান ও স্যানিটাইজার। এর সাথে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এগুলি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনও করে আসতে পারতো গ্রামবাসীদের। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উৎপাদন ও বন্টনের লক্ষ্য হয়ে উঠতো শারীরিক দূরত্ব ও সামাজিক বন্ধন বিষয়ক সচেতনতার প্রসার ।
- যদি সত্যি সত্যিই গোষ্ঠী সংক্রমণ ঘটে তাহলে এই প্রক্রিয়া ঢালাতে হবে মাসের পর মাস এবং তথন প্রয়োজন হবে বহুসংখ্যক হাসপাতাল বা চিকিৎসা পরিষেবার কেন্দ্র। অতএব সরকারের উচিত ফাঁকা স্কুলবাড়িগুলিকে আপৎকালীন হাসপাতাল হিসাবে তৈরি রাখা । গ্রামে আর বস্তিতে এই ব্যবস্থা থাকবে । তার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখিয়ে তৈরি করে নিতে হবে কিছু মানুষকে।

যা যা করা উচিত হয়নি:

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়েই লকডাউন করে দেওয়া । এর মধ্যে দিয়ে যথাসময়ে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়া একটি সরকারের কিংকর্তব্যবিমৃঢ অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ ঘটল । 'অজানা ' একটি ভয়ে ভীত হয়ে

ইতিমধ্যেই সরকার সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো শুরু করে দিয়েছে । জনগণ এমনিতেই জঘন্য পরিষেবা ও সুযোগসুবিধার দুরবস্থায় বীতশ্রদ্ধ । তার ওপর কাজ না খাকা আর বাড়ি ফিরতে না পারা তাদের আরও আতঙ্কিত করে তুলেছে । এমনকী সরকারি আধিকারিকরা আর তার সাথে পুলিশও মানুষকে ঘরে পাঠানোর পাশাপাশি শঙ্কিতভাবে হাতে অ্যালকোহল ঘষছে আর দিনরাত প্রার্থনা করে চলেছে। উচিত ছিল এই আধিকারিক ও সাধারণ মানুষ-উভ্যুকেই সাহস জোগানো যাতে তারা এই বিপদের সময় একজোট হয়ে লডতে পারে ।

নিজের রাজনৈতিক সরকার অনুযায়ী গত ২২ মার্চ বিকেল ৫ টায় জনগণকে খালা, শাঁথ বাজিয়ে একটি সামাজিক অভিযানে সামিল হতে বলল । প্রকৃতপক্ষে 'ভাইরাস ভূত' তাড়ানোর জন্য এ যেন এক ওঝাগিরির উদযাপন । বাবা কামদেব দিনে দু'বার করে সূর্যপ্রণাম ঢালিয়ে যাচ্ছেন। আরএসএস এর কিছু লোক গোমূত্র পান করছে, কিছু লোক আবার নিরামিষাশী হতে শুরু করেছে । এই সবই কিন্তু আসলে আদত যে কারণ, অর্থাৎ রোগ আটকানো ও তার পাশাপাশিই খাদ্য ও পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে Р । 18 সরকারের যে ব্যর্থতা তার থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে। সরকারের আসলে এ বিষয়ে কোনও পরিকল্পনাই ছিল না তা মানুষকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। যত সংকট বাড়বে এইসবও ততই বাড়তে থাকবে আর তার সাথেই চলবে মানুষের প্রতিবাদ নামক 'পেরেকের' মাখায় পুলিশী 'হাতুডির' বাডি।

ডা. আশিস মিত্তল জিএস, এআইকেএমএস প্রাক্তন বেসিডেন্ট ডক্টর ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি মেডিসিন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সস নিউ দিল্লি।

২৬।৩।২০২০

শ্রমিকের আত্মহত্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী

#সাৰ্বজনীন গণ বন্টন ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু কর, প্রতিটি ঘরে থাদ্য পৌঁছে দাও#

পরিযায়ী শ্রমিকরা এক শহর থেকে আর এক শহর হেঁটে চলছেন অজস্র কিলোমিটার পথ বেয়ে। ওরা নিশ্চিত ক্ষুধার হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পরিণতিতে হয়নি ক্ষুন্নিবৃত্তি। ওরা কখনো হেঁটে চলেছেন হাজার হাজার সারিতে, যদিও অধিকাংশই গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি। আর এই প্রচেষ্টার পথে ৪০ জনেরও

বেশি মারা গেছেন। এই শ্রমিকরা শারীরিক দূরত্বের মা্যা বিভ্রমকে পরিহার করে সংকীৰ্ণ আবদ্ধ ঘরে ঘেঁশাঘেশি করে বাস করছেন। শ্রমিকরা শহর থেকে শহরে সারিবদ্ধ হযে ঘন্টার দাঁডিয়ে ঘন্টা ধরে এক বেলায় আছেন। প্যাকেট রান্না করা খাবারের আশা্য, যে হাত সম্পদ তৈরি করে তারাই দাঁডিয়ে আছে আজ বিলির নির্মমভাবে ত্রাণ আশায়। যাদের হাতে কার্ড আছে, e-নিমন্ত্রিত বৃত্তিপ্রাপ্ত যারা, যে শ্রমিকরা থাতায় কলমে নথিভুক্ত, সার্বজনীন গণ বন্টনের আওতায় তারাই

আছেন। যারা সম্পদ তৈরি করেন তাদের প্রচন্ড দুঃখ যন্ত্রণা, আজ বিস্ফোরণের মুখোমুখি। বিগত ১৭ এপ্রিল এই বেদনাদায়ক অভিব্যক্তি দেখা গেল দেশের অগ্রণী MNC কেন্দ্র গুরুগ্রাম শহরের সরস্বতীকুঞ্জে। একজন রংমিস্ত্রি যার সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল যার উপর অক্ষম শ্বশুর স্ত্রী ও নাবালক সন্তানেরা নির্ভরশীল ছিল। তিনি সম্ভবতঃ e-নির্থভুক্ত নির্মাণ শ্রমিক নন (রং মিস্ত্রিরা এই শ্রেণীভুক্ত)। এই পরিবারটি দশবছর বা তারও আগে বিহার থেকে পরিযায়ী হয়ে এখানে এসেছিল। এতদিন গ্রামবাসীদের বিতরণ করা খাবারের উপরই নির্ভরশীল ছিল। ওই শ্রমিকটি তার ফোনটি বিক্রি করে দিয়ে কিছু রেশন ও একটি সিলিং ফ্যান কেনে, বাকি অর্থ স্ত্রীর হাতে ভুলে দেয় ও আত্মহত্যা করে (হিন্দু পত্রিকা ১৮ এপ্রিল)। এই মৃত্যুর

জন্য কি অকমর্ণ্য ও মিখ্যা আশ্বাসের বুলি শেখানো রাষ্ট্র দায়ী নয়? কোন সন্দেহই নেই যে মনোরোগীদের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সুপ্রিম কোর্টের রায় হয়ত এই শ্রমিকটিকে আত্মহত্যা করা থেকে বিরত করতে পারত। কিন্তু পরিবারগুলির ক্ষুধা থেকে রক্ষা করার সমাধান কে করবে? এই তীব্র মানসিক উৎপীডনে জর্জরিত

> রুটি একমাত্র জোগানো মানুষটির কথা কে বলবে? পরিবারগুলির আশ্র্রদাতা হ্যে এ সমাজে দাঁডাবে গুদামগুলিতে খাদ্যশস্য উপচে পডছে? উত্তর কে এর দেবে? এর জবাব দেবার দায়িত্ব কে নেবে? যদি এর উত্তরের দায়িত্ব না নেই অন্য তাহলে কেউই এর দায়িত্ব নেবেনা। IFTU এই এলাকার DM এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি मामनात पावि जानाष्ट्र 3 সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণের প্রতিশ্রুতি সত্বেও পরিবারটির কাছে খাদ্যশস্য বিতরণ না করার জন্য এই



DM এর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

IFTU দাবি জানাচ্ছে শ্রমিক কলোনিগুলিতে শুকনো রেশন, জ্বালানি, রান্নার তেল সরবরাহ করতে হবে। এই মৃত্যুর জন্য সরকার শুধু প্ররোচনা দেয়নি বরং তারা অপরাধী।

- –অপর্ণা।
- -প্রদীপ।

জাতীয় কমিটি

ইফটু

প্রথম পৃষ্ঠায় যান দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যান P | 19

সুবাতে গ্রেপ্তার হওয়া শ্রমিকদের ওপর থেকে অভিযোগ তুলে নিক গুজরাত সরকার!

শ্রমিকদের ভাতা নিশ্চিত করা হোক, তাঁদের সমম্মানে বাঁচতে দেওয়া হোক!

শ্রমিকদের প্রতি সরকারের চূড়ান্ত ন্যঞ্জারজনক মনোভাবের ফলশ্রুতিতে দেখা গেল গত ১০ এপ্রিল রাতে হাজারে হাজারে পরিযায়ী শ্রমিক সুরাতের রাস্তায় নেমে আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের দাবি ছিলো যে তাঁদের প্রাপ্য ভাতা ও তার সঙ্গে সম্মানজনকভাবে অন্তত খাবারটুকু দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তার উত্তরে গুজরাত সরকার শ্রমিক ও সরকারি আধিকারিকদের পরিবর্তে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তুলে দিল পুলিশের হাতে। এবং ৮০ জনেরও বেশি শ্রমিক গ্রেপ্তার হলেন। এই ঘটনা খেকেই পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁদের ঘামে–রক্তে গুজরাতের শিল্পে অগ্রগতি, তাঁদের প্রকৃত সমস্যার সমাধানে গুজরাত সরকারের অক্ষমতা প্রকট হয়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অপরিকল্পিত লকডাউলের সিদ্ধান্তে কর্মহীন হয়ে পড়েছেন এই শ্রমিকেরা। এঁদের প্রাপ্য ভাতা প্রদানের সরকারি ঘোষণা যে আসলে একটা ভাঁওতাই ছিলো বাস্তবে সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যেখানে শ্রমিকের দল আশ্রয় পেয়েছিলেন সেখানে তাঁদের কত ভালো দেখভাল হয়েছে। বলা হলো যে এই শ্রমিকের দল নেহাতই সোশ্যাল মিডিয়ার খবরে আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে পথে নেমেছেন। বাস্তবে সুরাতের শ্রমিকের দল পথে নেমেছেন ভাতা না পেয়ে। তাঁদের অভিযোগ যে তাঁদের নিজেদের কাছে কোনও রেশনের ব্যবস্থাই না থাকায় বাধ্য হয়ে তাঁদের দাঁড়াতে হচ্ছে থাবারের সন্ধানে দীর্ঘ লাইনের শেষে। এই পরিযায়ী শ্রমিকেরা কিন্তু কারও দ্য়া দাক্ষিণ্যর ওপর নির্ভর করে পেট চালান না, বরং এঁদের পরিশ্রমেই রাজকোষ ভরে।

সরকারের চূড়ান্ত অপদার্থতাতেই এঁদের আজ এই দশা। বিশ্ববিদ্যালয়, শহর বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে বলে সরকার পড়ুয়াদের নিজেদের জায়গায় ফিরিয়ে আনার বন্দোবস্তু করতে পারে, কিন্তু শ্রমিকদের বেলায় তার মনোভাব বিমাতৃসুলভ। শ্রমিকেরাও জানেন যে, তাঁদের বিষয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র মাখা ব্যখা নেই, তাঁদের কপালে ভাতা না পাওয়া, স্কুধা আর অসন্মানই অপেক্ষা করে রয়েছে। তাই তাঁরা উদ্যোগ নিচ্ছেন পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফেরার।

কেন্দ্রীয় সরকার, এই মানুষগুলির দায়িত্ব নেওয়ার কথা আপনাদেরই। আপনারাই ঘোষণা করেছিলেন – যে সব শ্রমিক তাঁদের কাজের জায়গাতেই থেকে যাবেন তাঁদের ভাতা, খাদ্য, আশ্রয়ের দায়িত্ব সরকারের। সুরাতের এই শ্রমিকদের ওপর থেকে সমস্ত মামলা তুলে নিতে হবে, এঁদের মুক্তি দিতে হবে। গুজরাত সরকার যাতে তাঁদের প্রাপ্য ভাতা দিয়ে দেয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকেরা যে যেখানে আছেন সেথানেই পৌঁছে দিতে হবে তাঁদের রেশন। কোনও অস্হায়ী ছাউনিতে যদি তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেথানে যেন যথেষ্ট পরিমাণে থাদ্যসামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া যায়। বিনামূল্য ফোন করার সুবিধা দিতে হবে যাতে শ্রমিকেরা তাঁদের বাডির লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। অথবা, যদি গুজরাত সরকার তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে এই সমস্ত শ্রমিক যাতে সসম্মানে সুরক্ষিত অবস্থায় বাড়ি ফিরতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বলা হচ্ছে, মানুষের সুরক্ষার জন্যেই এই লকডাউন, তাহলে সরকার কোন অধিকার বলে মানুষেরই এমন অবমাননা করে?

-অপর্ণা, প্রদীপ জাতীয় কমিটি, ইফটু

আব্এসএস-বিজেপি-ব জঘন্য চক্রান্ত

ব্যাঙ্গালোরে তিন যুবক নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিয়ে ও নিজেদের করোনা আক্রান্ত দাবি করে পুলিশের গায়ে থুতু দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এই তিনজনের নাম মহেশ, অভিষেক ও শ্রীনিবাস, কেউই মুসলিম বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ নন।

বিগত কিছু দিন ধরেই বিজেপি ও RSS সমর্থকরা ভুয়ো থবরের মাধ্যমে এটাই প্রমান করার চেষ্টা চালাচ্ছে যে এই ভাইরাসটি ভারতে ছড়িয়েছে শুধু মাত্র তবলীগ জামাতিদের জন্য। নানান পুরোনো মুসলিম জমায়েত বা বিভিন্ন দেশের ছবি দিয়ে ভারতের বর্তমান ছবি বলে প্রচার করছে ভারা, তবে সত্য ঘটনা তা নয়।

আসলে এই লকডাউনের ফলে হাজার হাজার শ্রমিকের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই পরিকল্পিতভাবে এই সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি, যাতে রুটি-রুজির ও দেশের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মানুষের চোখ ঘুরিয়ে রাখা যায়।

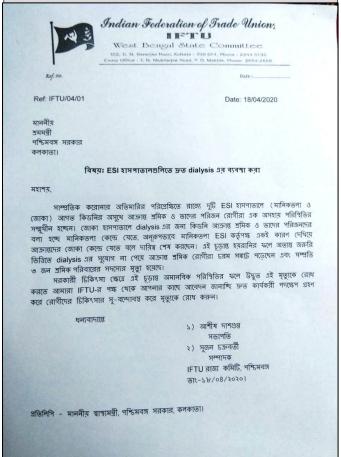
আসুল এই সাম্প্রদায়িক উষ্কানির ও ভূ্যো থবরের বিরুদ্ধে এক হয়ে রুটি রুজির জন্য আওয়াজ ভুলি।

প্রথম পৃষ্ঠায় যান

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যান

– – -থব্বাথব্ব– –

ESI হাসপাতালগুলিতে চূড়ান্ত অব্যবস্থা ও সম্প্রতি ডামালিসিস না হওমাম রোগী মৃত্যুর প্রতিবাদে শ্রমমন্ত্রী ও শ্বাস্থ্যমন্ত্রীকে IFTU র ডেপুটেশন 🖟



করোনা সংকটের মধ্যেই ভারতকে ১২০০ কোটি টাকার মিসাইল, টর্পেডো বেচতে চলেছে আমেরিকা

করোনা সংক্রমণে যথন হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছেন আমেরিকায়, ভারতে, গোটা বিশ্বে, তথন ট্রাম্প প্রশাসন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাল, ভারতকে ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১২০০কোটি টাকা) মূল্যের হারপুন রক টু মিসাইল ও লাইট ওয়েট টর্পেডো বিক্রি করতে চলেছে তারা। পেন্টাগন জানিয়েছে, নিজের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করার জন্য ভারত সরকার তাদের কাছে ওই অস্ত্রগুলি কিনতে চেয়েছিল।

এর মধ্যে ট্রাম্প মোদীকে ফোন করে করোনার ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের জন্য দু'কোটি ৯০ লক্ষ ডোজ হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন চেয়েছিলেন। তথন ভারতে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা চলছিল। রীতিমতো হুমকির ৮৬ে ট্রাম্প সাংবাদিকদের জানান "ভারত ওষুধ না পাঠালে বদলা নেওয়া হবে।"

ট্রাম্প ভারত থেকে ওষুধ পেয়ে গেছেন। ভারতও কিনবে মিসাইল-টর্পেডো।

সব শ্রমিকের কাজের দাবীতে জুট শ্রমিকদের ধর্ণা

করোনা অতিমারির এই কঠিন সময়ে ১৫ শতাংশ কর্মী নিয়ে জুট মিলগুলি খোলার রাজ্য সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়ে কাজ শুরু করার দাবিতে ১৮ এপ্রিল, ২০২০ মিলগুলির গেটে বিজেপি ও তৃণমূলের ইউনিয়ন বাদে ইফটু সহ ২১ টি জুট শ্রমিক ইউনিয়ন যৌখভাবে আধঘন্টার প্রতীকি ধর্ণায় বসেন।

শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে, মাস্ক পরে জুট শ্রমিকরা পুরো বেতনে সকলের কাজ, কাজ না দিয়ে বসিয়ে রাখলে সেই শ্রমিকের পুরো বেতনের দাবি জানান।



হুগলির ঢাপদানিতে ডালহৌসি জুট মিল



হুগলির ভদ্রেশ্বরে ভেলেনিপাডায় ভিক্টোরিয়া জুট মিল

এক ঝলকে

ভিন্ রাজ্যের শ্রমিকদের নিজভূমে ফেরার ব্যবস্থা করতে অনীহা যে কেন্দ্রীয় সরকারের, সেই সরকারই আবার অতি তৎপরতায় তীর্থ করতে গিয়ে লকডাউনের কারণে হরিদ্বারে আটকে পরা গুজরাটি তীর্থযাত্রীদের ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থা করলো ২৮ টি লাক্সারী বাসের!

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যান

এই দেশ, এই সম্ম: বিচারের বাণী নীরবে নিভূতে কাঁদে

-তপৰ বায়

এদেশে বিচার ব্যবস্থা কে সাধারণ মানুষ পরম ভরসা স্থল হিসেবেই দেখতে অভ্যস্থ, অন্তত ভারতীয় গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য প্রচার করতে গিয়ে এমনটাই বলা হয়ে থাকে। গণতন্ত্রের যে কটি উপকরণ রয়েছে তার মধ্যে বিচার ব্যবস্থা কেই শেষ আশ্রয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এদেশে আদালত অবমাননা একটি ভ্য়ংকর শব্দ। বিচার व्यवश्रात विक्रफ्त किषू वना यात ना। वनलहे निर्घाछ জেল জরিমানা। তবে বিচার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে ন্য়। এটি রাষ্ট্রেরই অন্যতম একটি স্তম্ভ। ভারতের সংবিধানকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, এমনভাবে সংশোধন করা হয়েছে যাতে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কথনই বিপন্ন না হয়। তবুও সংবিধানে বাক স্বাধীনতা সহ বেশ কিছু মৌলিক অধিকারের ধারা রয়েছে যেগুলিকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন কোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট বেশ কিছু ইতিবাচক রায় দিয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে কেরলে ইঞ্জিনিযারিং ছাত্র রাজন হত্যা মামলায় কেরল সরকারকে দা্মী করেছিল কোর্ট এবং তার জেরে কেরল সরকারের পতন ঘটে। এটা গত শতাব্দীর আটের দশকের প্রথম দিককার ঘটনা। আরও স্মরণ থাকতে পারে, সাতের দশকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন কে অবৈধ वल ताय पियिष्टिल अनारावाप राहेकार्छ।

পরবর্তী কালে বিভিন্ন মামলাতে বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট অনেক ইতিবাচক রায় দিয়েছে যদিও খুব ভালো ভাবে দেখভে গেলে কোনও রায়ই সে অর্থে সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁডায় নি বরং অনেক সময়েই কোর্ট রাষ্ট্রের রক্ষাকবচের কাজ করেছে। সম্ভবত রাষ্ট্রও ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা এবং কেরলের রাজন হত্যা মামলার রায় থেকে শিক্ষা নিয়েছে। বিচার ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে আরো পোক্ত করতে চেযেছে।

বর্তমানে এই নিয়ন্ত্রণ সর্বোষ্ট পর্যায়ে পৌঁছেছে। এতটাই যে সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ জন বিচার ব্যবস্থার প্রতি আর সেভাবে আস্থা রাখতে পারছেন না। বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রীতা ব্যয়বৃদ্ধি সাথে সাথে এর উপর রাষ্ট্রের নিম্নুণ তীব্র হয়েছে। আরও যা চিন্তার বিষয় তা হোল অনেক গুলো রায়ই পূর্ব নির্ধারিত বলে মনে হয়। আবার অনেক রায়ের মধ্যেই হিন্দুত্বের প্রভাব অশ্বীকার করা যায় না। সাম্প্রতিককালে বাবরি মসজিদ মামলার রায়টি বিষায়কর। দীর্ঘকাল ধরে চলা এই মামলায় আইনের উপর দাঁডিয়ে নয়, বিচারপতিরা বিশ্বাসের উপর দাঁডিয়ে রায় দিয়েছেন এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অযোধ্যার ওই বিতর্কিত জমিতে রাম জন্মেছিলেন কট্টর রামভক্ত

ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যুক্তিহীন এই বিশ্বাসের মান্যতা দিলেন মাননীয় বিচারপতিরা! বাবরি মসজিদ ভাঙ্গাটা ফৌজদারি অপরাধ বলেও যারা ভাঙ্গার জন্য বা ভাঙ্গার মদত দেবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দা্মী সেই আদবানি কল্যাণ সিং সহ বিজেপি–আরএসএস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের বিরুদ্ধে कानउ वावशा (नवात कथा वनाला ना ७९कानीन अधान বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত সুখ্রীম কোর্টের বিচারক মন্ডলী। এর আগে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিষয়টিও সুপ্রীম কোর্টে ঝুলে রয়েছে, একই অবস্থা এনআরসি সংক্রান্ত বিষ্মটিতেও। এথানেও কোর্ট মামলার বিষ্মগুলি এমনকিছু গুরুত্বপূর্ণ ন্য এই অজুহাতে শুনানি বন্ধ করে রেখেছে। অখচ বিষয়গুলি মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত।

আরো আছে। এর আগে আদিবাসী বনবাসীদের কাছ থেকে জঙ্গলের অধিকার কেডে নেয় সুপ্রীম কোর্ট। সম্প্রতি শাহবাগের প্রতিবাদের উপর গোলি মারার হুকুম জারি করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছডায় ছোট বড বিজেপি নেতারা। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি মুরলিধর অবিলম্বে দিল্লি পুলিশ কে এদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করার নির্দেশ দেন। P | 22 এফ আই আর হয় নি বরং ঐ রায় দানের পরে পরেই অম্বাভাবিক দ্রুততার সাথে ঐ বিচারপতিকে পাঞ্জাব হাইকোর্টৈ বদলি করে দেওয়া হয়। অনুরাগরা বহাল তবিয়তে রয়েছে। আর এদিকে রাষ্ট্রের মনগড়া ভীমা কোরেগাঁও মামলায় ভারভারা রাও, সোমা সেনদের মতই বন্দি করা হোল বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আনন্দ তেলতুম্বে ও গৌতম নওলথাকে। নোযাম চমদকি সহ विश्वत वर वृिक्षिजीवी এवः मानवाधिकात कर्मी এत विकृष्क সোষ্টার। কিন্তু এদেশের বিচার ব্যবস্থা তেলতুম্বেদের বক্তব্য কে গুরুত্বই দিল না। এদের গ্রেফতার জাতীয় লজা।

সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ অবসরের পরে পরেই রাষ্ট্রপতি কতৃক রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। এটি বাবরি মসজিদ মামলার ताएरत भूतष्ठात चल जलिक मलि करतन। तअन गरेंग এत শপথের দিন রাজ্য সভাতে বিরোধীরা একযোগে শেম শেম ধ্বনি তোলেন এবং ওয়াকআউট করেন যা ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে বেনজির।

এদেশে এখন বিচারের বাণী সত্যিই নীরবে নিভূতে কাঁদে!!

"আমাদের বাবা-মার ঢোথের দিকে তাকালে শুধু যন্ত্রণাই দেখতে পাই"

–আনন্দ তেলতুম্বের মেয়েদের খোলা চিঠি

১৬ মার্চ, ২০২০, সূপ্রীম কোর্টের বিচোরপতি অরুণ মিশ্র এবং মুকেশ কুমার রসিকভাই শাহর বেঞ্চ, নাগরিক অধিকার রক্ষা কর্মী গৌতম নওলাথা এবং লেখক আনন্দ তেলতুম্বের আগাম জামিনের আবেদন থারিজ করে দিয়েছে। পুলে পুলিশ ২০১৮ সালের জানুযারিতে ভীমা-কোরেগাঁও এর হিংসাম্মক ঘটনায় মাওবাদী যোগসূত্র থাকার অভিযোগে নওলাথা আর তেলতুম্বের বিরুদ্ধে UAPA তে মামলা দায়ের করে। সুপ্রীম কোর্ট নওলাথা আর তেলতুম্বেকে ৬ এপ্রিল সারেন্ডার করার নির্দেশ দেয়।

১৬ মার্চ সুপ্রীম কোর্টে আগামী ক্ষেক বছরের জন্য আমাদের বাবার ভাগ্য নির্ধারিত হল। রাষ্ট্র তাঁকে ৬ এপ্রিল কারারুদ্ধ করার জন্য অপেক্ষা করছে– এটি এমনই একটি বিষয়, যার সম্পর্কে কোনদিন কোনো কথা বলতে হবে বা লিখতে হবে বলে আমরা কখনই ভাবিনি।

রায় ঘোষণার পর থেকেই মলে হচ্ছে, জীবন যেন থমকে গেছে; যদিও প্রতিটা দিনই শুভালুধ্যায়ীদের অজম্র ফোন আসছে, অনেকেই দেখা করতে আসছেন, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জানাচ্ছেন। বিনিদ্র রাত্রি যাপন এখন দৈনন্দিন বিষয়। যদিও আমাদের পরিবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বিষয়টির সঙ্গে মানিয়ে নিভে, একটা হতাশা, অস্থিরতা আর অসহায়তা চেপে বসছে আমাদের উপর। একজন নিরপরাধ মানুষকে গ্রেফতার করা ঠিক এভাবেই প্রভাব ফেলে তাঁর পরিবার পরিজনের উপর।

বিষয়টির সূচনা ২০১৮-র আগস্টের একটি প্রেস কনফারেন্স দিয়ে। একটি বানানো চিঠি, যাতে লেখা দু'টি শব্দ– "কমরেড আনন্দ"– আর কিচ্ছু না– এইটুকু তুচ্ছ প্রমাণের ভিত্তিতে বাবার উপর এই গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। পুরো ঘটনা প্রবাহের দিকে ফিরে তাকালে দু'টি প্রশ্নই শুধু উঠে আসে– প্রথমত, কীভাবে আমাদের বাবা ঘটনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী হয়ে গেলেন? শুধুমাত্র অপর একজনের কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠিতে উল্লিখিত "আনন্দ" নামটুকুর ভিত্তিতে? শুধুমাত্র অপর একজনের প্রথম নামের সঙ্গে তার নামের সাযুজ্য আছে বলেই "আনন্দ" আমাদের বাবা আনন্দ তেলতুম্বে? দ্বিতীয়ত, যেটি আমাদের হতাশ করেছে তা হল UAPA-র প্রয়োগ। কেন একজন নিরপরাধ মানুষ কারারুদ্ধ হবেন জামিনের কোনো সুযোগ ছাড়াই-যার বিরুদ্ধে কোনো সঠিক তথ্যপ্রমাণই নেই? বিচার চলাকালীন আমাদের বাবা এবং অপর অভিযুক্তের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতা রাষ্ট্র কেডে নিল- যে বিচারে নির্ধারিত হবে আদৌ তারা অপরাধ করেছেন কিনা!

সেই ২০১৮–র আগস্ট থেকে, যথন থেকে এই কঠিন পরীক্ষা শুরু হযেছে, আইন মেনে চলা নাগরিক হিসাবে আমরা শান্তপূর্ণভাবেই আমাদের অনুপশ্বিভিত্তেও বাড়ি ভল্লাশি করতে দিয়েছি, আমাদের বাবাকে দুবার বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে জেরা করা হয়েছে এবং তিনিও তদন্তকারীদের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দাখিল করেছেন। তবুও আমরা রাষ্ট্রের ক্রোধ প্রত্যক্ষ করছি, আর সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু মানুষের আমাদের বাবা এবং অন্য অভিযুক্তকে অকখ্য অপমান করে করা পোস্টের কথা নাই বা বললাম– এঁদের অনেকেই হয়তো যাঁদের তারা অপমান করছেন তাঁদের কাজ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

আমাদের বাবা–মার চোখের দিকে তাকালে শুধু যন্ত্রণা দেখতে পাই। দুজনেই তাঁরা পঁয়ষটি উর্ধ্ব মানুষ। বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকর আমার মায়ের প্রপিতামহ। আমার বাবা একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ, যিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন একজন সফল ছাত্র, স্কলার এবং কর্পেরেট হেভীওয়েট হয়ে ওঠার জন্য। তিনি নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে লেখালিথির কাজ বেছে নিয়েছিলেন, কারণ তিনি সত্তিই বিশ্বাস করতেন, এইভাবে তিনি নিজের দেশের মানুষের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু করতে পারবেন। তিনি যে অজস্র বই লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, গোটা বিশ্ব সেগুলির প্রশংসা করেছে—এই ঘটনা কি তারই পুরস্কার? সেগুলি কি রাষ্ট্রের অস্বস্থির কারণ হয়ে উঠছিল?

সাম্প্রতিককালে কোভিড-১৯ অতিমারি বিশ্বজুডে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবমকে তছনছ করে দিচ্ছে। আমাদের কাছে এর অর্থ হল এই– গ্রেফ্তারের আগে যে অল্প কটি মৃল্যবান দিন আমরা আমাদের পরিবারের সঙ্গে কাটাতে পারতাম, যে সম্য়টাতে আমাদের বাবা–মায়ের আমাদের সবখেকে বেশি দরকার ছিল, সে সম্য আমরা ভারতে যেতেই পারছি না। আমাদের জীবনের সংকটময় মুহূর্তগুলিতে আমরা বাবাকে সবসময় পেয়েছি, কিন্তু আজ আমরা তাঁকে জডিয়ে ধরতে পারছি না- এ বড যন্ত্রণার। আমরা বুঝতে পারছি না কী অপরাধ তিনি করলেন, যার জন্য এ যন্ত্রণা তাঁকে সইতি হচ্ছে। তবে যতই আমরা এই কেস নিয়ে এগিয়েছি, আসন্ন নিশ্চিত যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছি– আমাদের পরিবার, বন্ধু, বাবার কাজের সমর্থক- সকলেই এই অনিশ্চিত সময়ে আমাদের শক্ত থাকতে সাহায্য করেছেন। এই যন্ত্রণাময় যাত্রাপথে সবার জন্য আমাদের একটি বক্তব্য– মনে করুন আপনার কোনো প্রিয়জন উপযুক্ত প্রমাণ ছাডাই গ্রেফতার হয়েছেন। উপযুক্ত থাদ্য, বস্ত্র, শৌচালয় ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্নতা, সাচ্চন্দ্য- যা একজন মানুষের জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই সবকিছু ব্যতিরেকে তিনি জেলে খাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এই অবস্থাটাই কি একজন মানুষের অধিকার হরণ ও সম্মান স্কুল্ল করার জন্য যথেষ্ট ন্য়, যার জন্য সে সরব হবে?

(caravanmagazine ই-পত্রিকা খেকে সংগৃহীত)

মহামারি আরেক পৃথিবীর প্রবেশদার

।।অরুন্ধতী বায়।।

অনুবাদ: বীথি সপ্তর্ষি

একটুও না কেঁপে "ভাইরাল হয়ে গেছে" কথাটি এখন কে ব্যবহার করতে পারে? কে আর পারে অদৃশ্য, উন্মুখ, নিষ্প্রাণ তক্তগুলি শোষক প্যাডের সাহায্যে আমাদের ফুসফুসে আক্রমণ করার অপেক্ষায় রয়েছে না ভেবে দরজার হাতল, কার্ডবোর্ডের কার্টন, শাকসদ্ধির ব্যাগগুলোর দিকে স্বাভাবিকভাবে তাকাতে?

একেবারেই ভয় না পেয়ে আগক্তককে চুমু
খাওয়া, লাফ দিয়ে বাসে ওঠা বা সন্তানকে স্কুলে
পাঠানোর কখা কে ভাবতে পারে? ঝুঁকির পরিমান না
ভেবে কে পারে নিত্য আনন্দের কখা ভাবতে? আমাদের
মধ্যে কে হাতুড়ে মহামারি
বিশেষজ্ঞ, ভাইরাসবিদ, পরিসংখ্যানবিদ বা
ভবিষ্যতবক্তায় পরিণত হননি? কোন বিজ্ঞানী বা
ডাক্তার গোপনে কোনও অলৌকিক ঘটনার জন্য প্রার্থনা
করেনি? কোন পুরোহিত, অন্তত গোপনে, বিজ্ঞানের
মুখ চেয়ে বসে নেই?

এমনকি যখন এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ল, শহরগুলোতে ঝাঁক-বাঁধা পাখির গান, ট্রাফিক ক্রসিংয়ে নেচে বেড়ানো ময়ূর বা সুনসান আকাশ দেখে কে রোমাঞ্চিত হয়নি?

এই সপ্তাহে বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। ইতোমধ্যে মারা গেছে ৫০,০০০ এরও বেশি লোক। বাস্তবতার নিরিখে অনুমান করা যায় এই সংখ্যা লাখ লাখে পরিণত হবে। কে জানে হয়তো আরও বেশি! বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারে অবাধে বিচরণের পথ ধরে ভাইরাসটি যে ভ্যাবহ অসুস্থতা এনেছে তা মানুষকে তাদের দেশ, শহর ও ঘরে বন্দি করে ফেলেছে।

কিন্তু পুঁজির প্রবাহের ব্যতিক্রম, এই ভাইরাস मूनाका न्य वतः विञ्चि नाल्वत (५ क्षा करत (१ क्ष ফলে কিছুটা বেথেয়ালে হলেও পুঁজি প্রবাহের গতিমুখ এটি ইমিগ্রেশন দিয়েছে। নিয়ন্ত্রণ, বায়োমেট্রিক্স, ডিজিটাল নজরদারি অন্যান্য সমস্ত ধরণের তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিরাট রাষ্ট্রযজ্ঞকে চোথের পলকে তুড়ি মেরে নিষ্ঠ্র চপেটাঘাত করেছে । এ যেন এক নিৰ্মম বিদ্ৰুপ! সম্পদের পাহাড গডে তোলা

মহাপরাক্রমশালী দেশগুলোর পুঁজির ইঞ্জিন সশন্দে থমকে গেছে। সম্ভবত ক্ষণিকের জন্য কিন্তু এই ইঞ্জিনের কলকব্বাগুলোকে পরথ করে দেখার জন্য তা যথেষ্ট সময়। এরপর আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা কি ধুঁকতে থাকা এই ইঞ্জিন মেরামত করব নাকি নতুন ইঞ্জিনের খোঁজ করব।

এই মহামারিটি মোকাবিলারত ম্যান্ডারিনরা (টীনের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের ভাষিক জনগোষ্ঠী, সাধারণত চৈনিক জাতি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হ্য- অনুবাদক) যুদ্ধপ্রিয়। 'যুদ্ধ' তাদের কাছে কোন রূপক ন্ম, তারা আষ্ণরিক অর্থেই যুদ্ধ বুঝিয়ে খাকে। কিন্তু এটা যদি সত্যিই 'যুদ্ধ' হত, তাহলে এই মুহুর্তে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে আর কে নিশ্ছিদ্র প্রস্তুত থাকত? মাক্ষ-গ্লাভস না; অগ্রভাগের সৈনিকদের যদি বন্দুক, অত্যাধুনিক বোমা, বাঙ্গার বুস্টারস, সাবমেরিন, ফাইটার জেটস এবং পারমাণবিক বোমার প্রয়োজন হত, তবে সেগুলোর কোন অভাব কি পডত?

রাতের পর রাত, বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, আমরা অনেকেই নিউ ইয়র্কের গভর্নরের প্রেস ব্রিফিং যে রুদ্ধশ্বাসে দেখেছি, তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা পরিসংখ্যানে নজর রেখেছি। আক্রান্তদের সারিয়ে তুলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবর্জনা বিন লাইনার খেকে মাস্ক ও জীর্ণ রেইনকোট দিয়ে পিপিই বানানো অকিঞ্চিৎকর মজুরির বিনিময়ে অমানুষিক খাটাখাটনি করা নার্সদের মরিয়া চেষ্টার গল্প শুনেছি। ভেন্টিলেটরের জন্য এক রাজ্যের সাথে আরেক রাজ্যের প্রতিযোগিতা এবং রোগীদের মধ্যে কাদের বাঁচানো দরকার আর কাদের মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত সম্পর্কিত বিহ্নল ডাক্তারদের থবরগুলো পড়েছি। আর স্বগোক্তি করেছি, "হায় খোদা, এই তাহলে অ্যামেরিকা!"

তাৎক্ষণিক, বাস্তব ও মহাকাব্যের মতো প্রলম্বিত এই ট্র্যাজেডি আমাদের চোথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা নতুন নয়। এটি একটি ট্রেনের ধ্বংসস্তুপ যা বছরের পর বছর ধরে রেললাইনের ওপর কাত হয়ে পড়ে আছে। "রোগী খালাস" এর সেই ভিডিওগুলি কার মনে নেই? হাসপাতাল–গাউন গতরে ঢাপানো, পাছা উদাম, অসুস্থ মানুষগুলোকে রাস্তার কোণে গোপনে ফেলে রাখার সেই দৃশ্য! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হতভাগ্য নাগরিকদের জন্য হাসপাতালের দরজা প্রায়শই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারা কতটা অসুস্থ বা কতটা ভোগান্তি পোহাচ্ছে তা বিবেচনা করা হচ্ছে না।

অন্তত এখন পর্যন্ত না– কারণ এখন ভাইরাসের যুগে একজন গরীব মানুষের অসুস্থতা সমাজের ধনী অংশের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এত কিছুর পরেও, এমনকি এখনো পর্যন্ত সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার জন্য তারম্বরে চেঁচাতে থাকা সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স হোয়াইট হাউসে ঢোকার টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্রাত্যই থেকে যাচ্ছেন। এমনকি নিজের দলের কাছেও।

তাহলে এবার সামন্ততন্ত্র ও ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতপাত ও পুঁজিবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট; ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দারা শাসিত, আমার সমৃদ্ধ অখচ দরিদ্র দেশ ইন্ডিয়ার থবর কী?

ডিসেম্বরে, উহানে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের বিরুদ্ধে টীন যথন লড়াই করছিল, ভারত সরকার তথন সবেমাত্র সংসদে পাস হওয়া মুসলিম বিরোধী ও বৈষম্যমূলক লাগরিকত্ব আইনের প্রতিবাদে হাজার হাজার নাগরিকের গণ–আন্দোলনকে নিৰ্লজভাবে দমন করছিল।

আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডের 'সম্মানিত' অতিথি, অ্যামাজনখেকো এবং অশ্বীকারকারী জেইর বলসোনারো দিল্লি ত্যাগ করার ঠিক কয়েকদিন পরেই ৩০ শে জানুয়ারি ভারতে কোভিড –১৯ এর প্রথম আক্রান্তের থবর প্রকাশিত হয়। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে ভাইরাসকে আমলে নেয়ার চেমেও 'অধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার' ক্ষমতাসীন দলের কর্মপরিকল্পনাম ছিল। সেই মাসের শেষ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আনুষ্ঠানিক সফর ছিল। গুজরাটের একটি স্টেডিয়ামে ১০ লাখ মানুষ মূলা ঝুলিয়ে তাকে হয়েছিল। এসব আয়োজন করতে প্রচুর টাকা ঢালতে হ্মেছে এবং সম্য় নষ্ট করতে হ্য়েছে।

তারপর দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হার আঁচ করতে পেরে তাদের চিরাচরিত ঘৃণ্য থেলায় মেতে উঠল এবং চরম জাতীয়তাবাদী হিন্দু প্রচারণায় 'বিশ্বাসঘাতক'দের প্রকাশ্যে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিতে থাকল।

যাইহোক, শেষমেশ তারা হারলই। সুতরাং পরাজয়ের 'কলঙ্ক' ঢাকতে মুসলমানদের বলির পাঁঠা সাব্যস্ত করা হল। পুলিশের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য সমর্থনে হিন্দুম্ববাদী সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা উত্তর-পূর্ব দিল্লির শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাগুলোর মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল। ঘরবাড়ি, দোকানপাট, মসজিদ ও স্কুল স্রেফ পুড়ে ছাই করে দেয়া হয়েছিল। আক্রমণের লক্ষ্য মুসলমানরা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। মূলত মুসলমান এবং কিছু হিন্দু মিলিয়ে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল।

হাজার নিরুপায় মানুষ হাজার বানাতে 'শরণার্থী শিবির' কবরস্থানকেই হয়েছিল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃতদেহগুলো নোংরা পুঁতিগন্ধময় ডেল থেকে যথন বের করা হচ্ছিল, তথন সরকারী কর্মকর্তারা কোভিড -১৯ বিষয়ক প্রথম সভা করছিলেন এবং বেশিরভাগ ভারতীয় সেই প্রথম শুনতে পেল 'হ্যান্ড স্যানিটাইজার' বলতে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে!

সরকারের তরফে মার্চও যথেষ্ট 'ব্যস্ততা'র মাস ছিল। প্রথম দুই সপ্তাহ ভারতের কেন্দ্রীয় রাজ্য মধ্য প্রদেশে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে বিজেপির সরকার প্রতিষ্ঠা করার পেছনে ব্যয় করা P | 25 হ্মেছিল। ১১ মার্চ বিশ্ব শ্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ কে 'বৈশ্বিক মহামারি' হিশেবে ঘোষণা করল। এর पू'पिन भत्त, ५७ मार्চ, श्वाश्य मञ्जुगान्य वल वमन य করোনা "কোনও হেলথ ইমার্জেন্সি ন্য়"। অবশেষে ১৯ শে মার্চ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। এর জন্য তিনি খুব বেশি হোমও্য়ার্কও করেন নি। তিনি ফ্রান্স এবং ইতালি থেকে ধার করা ভাঙ্গা রেকর্ডটাই বাজালেন। তিনি আমাদের "সামাজিক দূরত্ব" ধারণাটি (জাতপাতে বিভক্ত একটা সমাজের জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণই বটে!) বোঝাতে বেশ কসরত করলেন এবং ২২ মার্চ একদিনের জন্য "জনতার কারফিউ" **जिंदा अंदर्ग अंदर्ग अंदर्ग अंदर्ग अंदर्ग अंदर्ग अंदर्ग अंदर्ग** কী করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেলেন না। কিন্ফ স্বাস্থ্যকর্মীদের স্যালুট জানাতে তিনি সবাইকে যার যার বারান্দা থেকে ঘন্টাধ্বনি ও ঘটি-পাতিল বাজাতে বললেন।

সেই মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি ভারতবাসীকে ঘুর্ণাক্ষরেও জানতে দেননি যে, স্বাস্থ্যকর্মী এবং হাসপাতালগুলোর জন্য সুরক্ষা সরঞ্জামাদি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের যন্ত্রপাতি নিশ্চিত করার পরিবর্তে সেগুলো রফতানি করা হচ্ছে।

অবাক হবার কিছু নেই যে, নরেন্দ্র মোদীর লোটা-ঘন্টি বাজানোর অনুরোধ বিপুল উদ্দীপনায় রক্ষা कता रसिष्न। थाना-वािं वािजस्य मार्ड, किमरेनि ডান্স এবং মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেক্ষত্রে 'সামাজিক বালাই কোন ছিল না । পরের দিনগুলোতে, 'পবিত্র' গরুর গোবরের পিপায় ঝাঁপাঝাঁপি থেকে শুরু করে, বিজেপি সমর্থকদের গো-মৃত্র পানের পার্টি সবই হলো। এথানেই শেষ ন্য়! সংগঠনগুলো খেকে ফতোয়া জারি হলো যে একমাত্র সর্বশক্তিমান খোদাই ভাইরাসের চূড়ান্ত দাও্য়াই এবং মুমিনদের দলে দলে মসজিদে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানানো হল।

২৪ মার্চ, রাত ৮ টা্ম মোদী আবার টিভির পর্দায় হাজির হলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, মধ্যরাত থেকে গোটা ভারত লকডাউনে চলে যাবে। বাজার বন্ধ থাকবে। সমস্ত সরকারী-বেসরকারী পরিবহন চলাচল বন্ধ থাকবে।

তিনি বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি তিনি কেবল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ন্ম, আমাদের পরিবারের 'মুরুব্বী' হিশেবে নিচ্ছেন। ন্যুনতম প্রস্তুতি ছাড়া ৪ ঘন্টার নোটিশে ১.৩৮ বিলিয়ন মানুষকে 'লকডাউন' করার এই সিন্ধান্তের ফলে সৃষ্ট বিপর্য্য মোকাবিলা করতে হবে যাদের , সেই রাজ্য সরকারগুলোর সাথে শলাপরামর্শ ছাডাই এমন সিদ্ধান্ত 'মুরুব্বী' ছাডা আর কে-ই বা পারে? সিদ্ধান্ত (ন্যার পদ্ধতিগুলো তার থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের 'শক্রু' জ্ঞান করেন, যাদের অতর্কিতে অ্যামবৃশ করা দরকার এবং কখনোই বিশ্বাস করা উচিত ন্য।

আমরা অবরুদ্ধ হলাম। অনেক শ্বাশ্যজীবী ও মহামারি বিশেষজ্ঞরা এই পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন। ঠিকই আছেন। কিন্ত তারা হয়তো নিশ্চিতভাবেই তাদের কেউই বিশ্বের সবচেয়ে নির্মম শাস্তিমূলক লকডাউনের (আসল অর্থের ঠিক বিপরীত) বিপজনক পরিকল্পনাহীনতা ও প্রস্তুতিহীনতা কোনভাবেই সমর্থন করতে পারবেন না।

যিনি 'তামাশা' দেখতে পছন্দ করেন , সেই তিনিই নিষ্ঠুরতম 'তামাশা'র জন্ম দিলেন।

হতবাক বিশ্ব লজা শরমের মাথা ভারতের নিজেকে উদাম করে দেয়া প্রত্যক্ষ করল; পাশবিক, কাঠামোগত, সামাজিক এবং বৈষম্য, দুঃখ-দুর্দশার প্রতি তার নির্মম উদাসীনতা।

লকডাউনটি রাসায়নিক পরীক্ষার মতো কাজ যেটা এতদিনকার অন্ধকার গোপন জিনিসগুলিকে আচমকাই উন্মোচন ক্রে पिर्यिष्ण। (पाकान, রেস্তোঁরা, কারখানা এবং নির্মাণ শিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদেরকে কলোনির খোঁ্য়াডে আবদ্ধ করে ফেলল, এতদিন আমাদের শহর ও মেগাসিটিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা মেহনতি মানুষ ও অভিবাসী শ্রমিকরা – মৃহর্তেই অযাচিত 'উপদ্রব' আর 'অপাংক্তেয়' বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।

বহু লোক তাদের মালিক এবং ভূস্বামীদের হলো। লাখ তাডিয়ে দেয়ার শিকার ষ্ণুধার্ত, তৃষ্ণার্ত লাখ হতদরিদ্র, আবালবৃদ্ধবনিতা, অসুস্থ, অন্ধ, প্রতিবন্ধী মানুষ কোন আশ্রয় না পেয়ে, কোন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট না থাকায় গ্রাম অভিমুখে লংমার্চ শুরু করে দিয়েছিল দিনের পর দিন তারা বাদাউন, আগ্রা, আজমগড়, আলীগড়, লখনৌ, গোরক্ষপুরের দিকে-শত শত কিলোমিটার হেঁটে গেছে। কেউ কেউ পথেই দেহত্যাগ করেছে।

তারা জানতেন যে বাড়িতে যাচ্ছেন কম সময় P | 26 জন্য। এমনকি সম্ভবত থাকার 13 জানতেন যে তারা সাথে করে ভাইরাস বহন করে এবং ফিরে থাকতে পারেন গ্রামে তাদের সংক্রমিত করতে পারেন; কিন্তু ভালোবাসা তো বটেই, পরিবার-পরিজনের সান্নিধ্য, ভরসা, থাবারের জন্য তারা উন্মুখ ছিলেন।

যারা ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটছিলেন তাদের অনেককেই, কারফিউ নির্দেশপ্রাপ্ত বলবৎ করার কডা পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন ও লাগুনার শিকার হয়েছিল। তরুণদের মহাসড়কে হামাগুড়ি, ব্যাঙ্গের লাফ দিতে হয়েছে। বেরিলি শহরের বাইরে, একদল মানুষকে একসাথে জড়ো করে রাসায়নিক স্প্রে মারা হয়েছিল।

কিছু দিন পরে, ছড়িয়ে পড়া জনগোষ্ঠী গ্রামে ভাইরাস ছডাবে এই শঙ্গায়, সরকার পখচারীদের জন্যও রাজ্য সীমানা বন্ধ করে দিয়েছিল। ক্যেকদিন ধরে হাঁটা মানুষদের আবার থামিয়ে ছেড়ে আসতে বাধ্য হওয়া শহরের ক্যাম্পেই ফিরে যেতে বাধ্য করা হযেছিল।

ঘটনা বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে দেশান্তরের স্মৃতি উক্ষে দিয়েছে, যথন ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। '৪৭ এ যেটা হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে, এবার সেটা হলো শ্রেণীর ভিত্তিতে। এমনকি এরপরেও, এই মানুষেরা ভারতের দরিদ্রতম মানুষ নয়। এদের অন্তত (এখন পর্যন্ত) শহরে কাজ আছে এবং ফেরার জন্য ঘর আছে। বেকার, বাস্তহারা ও ছিল্লমূল মানুষেরা যেখানে ছিলেন সেখানেই রয়ে গেছেন; কি শহরে আর কি গ্রামে , যেখানে এই ট্র্যাজেডির বহু আগেই সঙ্কট ঘনীভূত হচ্ছিল। এইসব ভ্য়াল দিনেও শ্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকচক্ষ্র অন্তরালে থেকে গেলেন।

দিল্লিতে যথন মানুষ পদব্ৰজে শহর ছাড়ছিলেন, তথন আমি প্রায়ই লিখি এমন একটি ম্যাগাজিনের প্রেস পাস ব্যবহার করে গাডি ঢালিয়ে দিল্লি ও উত্তর প্রদেশের সীমান্তে গাজীপুর গিয়েছিলাম।

সে এক মহা বাইবেলিক দৃশ্য! কিংবা কে জানে হয়তো তাও নয়। এত বিপুল আকার বাইবেলের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। শারীরিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে লকডাউন প্রয়োগের হিতে বিপরীত হয়েছে – মাত্রার গাদাগাদি ঠাসাঠাসি। এমনকি ভারতের শহরগুলোতেও একই দৃশ্য! প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি হ্যুতো ফাঁকা, কিন্তু বস্তি এবং খুপরিতে গরিব জনগোষ্ঠী অবরুদ্ধ হয়ে আছে।

হন্টনরত যাদের সাথেই আমি কথা বলেছি প্রত্যেকেই ভাইরাস নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু বেকারম্ব, অনাহার এবং পুলিশি নিপীড়নের মুখে ভাইরাস তাদের জীবনে অপেক্ষাকৃত কম বাস্তব, কম প্রাসঙ্গিক।

আমি সেদিন যত মানুষের সাথে কথা বলেছি তাদের মধ্যে একদল মুসলিম দর্জি ছিল যারা মাত্র কিছুদিন আগেই সপ্তাহব্যাপী মুসলিমবিরোধী আক্রমণ থেকে বেঁচে ফিরেছে। একজনের কথা বিশেষভাবে বিচলিত করেছিল। রামজিৎ নামের এক ছুতারমিস্ত্রী, নেপাল সীমান্তের নিকটবর্তী গোরক্ষপুর পর্যন্ত পুরোটা পথ ঘাঁটার পরিকল্পনা তার।

সম্ভবত মোদিজি যথন এই সিদ্ধান্ত নেন তথন কেউই তাকে আমাদের সম্পর্কে বলেনি। তিনি হয়তো আমাদের সম্পর্কে জানেনই না!

"আমাদের" মানে প্রায় ৪৬০ মিলিয়ন মানুষ!

ভারতে রাজ্য সরকারগুলো (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতোই) সংকটে তুলনামূলক বেশি আন্তরিকতা ও আক্কেলপনা দেখিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন, বেসরকারী নাগরিক এবং অন্যান্য সংগঠন খাবার ও অন্যান্য জরুরী ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের মহামারির প্রতিক্রিয়ায় তহবিল সংগ্রহে তাদের মরিয়া

আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় বেশ ঢিলেমি ছিল। ব্যাপারটা এমন দাঁডিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিলে এই মুহুর্তে কোন নগদ অর্থ প্রস্তুত নেই। বরং, শুভাকাঙ্জীদের প্রদত্ত অর্থ রহস্যজনক নতুন 'পিএম– কেয়ার' (PM-CARES) তহবিলে जना থাবারের মোডকে মোদীর চেহারাযুক্ত থাবার আসা শুরু করেছে ।

এছাডাও, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ইয়োগা নিদ্রার ভিডিও শেয়ার করেছেন যেখানে মোদীসম নিদ্রারত এক অ্যানিমেটেড 'ড্রিমবডি' যোগাসনের মাধ্যমে কী করে লক–ডাউনের সম্যে সেল্ফ-আইসোলেশনের ঢাপ মোকাবিলা করতে হবে সে সম্পর্কে ছবক দিচ্ছে।

এই আত্মরতি খুবই বিরক্তিকর। যোগাসনের মধ্যে অন্তত একটি আসন ফরাসি প্রধানমন্ত্রীর জন্য থাকতে পারত, যেথানে মোদী তাকে ৭.৮ বিলিয়ন **७** जात्तत यूँकिपूर्व ताकार्यन कारेंगित छाँ ठूकि थिएक আমাদের সরে আসার অনুরোধ করতে পারতেন এবং সেই টাকায় কয়েক মিলিয়ন ক্ষুধার্ত মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করা যেত। নি**শ্চ**য়ই ফরাসিরা এই ব্যাপারটা বৃঝবে।

লকডাউনের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাপ্লাই চেইন ভেঙে P | 27 পড়েছে, ওষুধ ও প্রয়োজনীয় সরবরাহ কমে গেছে। ক্ষেক হাজার ট্রাক চালক এখনও যৎসামান্য খাবার ও পানিসহ মহাসডকে এতিমের মতো দিন অতিবাহিত করছে। ফসল কাটার উপযোগী শস্য ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক সংকট হাজির। রাজনৈতিক সঙ্কট তো চলছেই। মূলধারার মিডিয়া ২৪/৭ কোভিডকে মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণায় নামে একটি সংগঠন করেছে। তাবলিগী জামায়াত দিল্লিতে লকডাউন ঘোষণার একটি আগে ডেকেছিল, এটাকে এখন "সুপার স্প্রেডার" হিসাবে প্রচার করা হচ্ছে এবং তা মুসলমানদের কালিমালিপ্ত করা ও দানব হিশেবে প্রচার করার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রচারনার ভঙ্গিটা এমন যেন মুসলমানরা এই ভাইরাস আবিষ্কার করেছে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জিহাদের অস্ত্র হিশেবে ছড়িয়ে দিয়েছে।

কোভিড–১৯ এর সংকট আসার বাকি। অথবা আর বাকি নেই, আমরা ঠিক জানি না। যদি তার বিষ্ণৃতি ঘটে থাকে, তবে নিশ্চ্য়ই আমাদের ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত প্রচলিত পক্ষপাতমূলক আচরণ পরিত্যাগ করে এর মোকাবিলা করতে হবে।

আজ (২ এপ্রিল) ভারতে প্রায় ২,০০০ নিশ্চিত আক্রান্ত এবং ৫৮ জন মারা গেছে। মাত্র অল্পকিছু পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে এ সংখ্যাগুলো অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ন্য। সরকারি পরিসংখ্যান এবং বিশেষজ্ঞের মতামতে আকাশ–পাতাল পার্থক্য। কেউ ক্ষেক লাথ আক্রান্তের শঙ্কা প্রকাশ করছেন, কেউ কেউ আবার মনে করছেন, আক্রান্তের সংখ্যা আরো কম হবে। আমরা হয়ত কখনোই সংকটটির আসল চিত্র সম্পর্কে জানতে পারব না, এমনকি আমরা আক্রান্ত হওয়ার পরেও। আমরা জানি যা তা হল, হাসপাতালগুলোতে এখনো মডক লাগেনি।

ভারতের পাবলিক হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো-যেগুলো প্রতি বছর ডায়রিয়া, অপুষ্টি এবং অন্যান্য শ্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাই সামাল দিতে পারে না, প্রায় ১০ লাখ শিশু মারা যায়। লাখ লাখ যক্ষ্মার রোগী (বিশ্বের এক চতুর্খাংশ), রক্তস্বল্পতা ও পুষ্টিহীনতার শিকার একটি বিশাল জনগোষ্ঠী যে কোন ছোটখাটো শারীরিক জটিলতায় পডলেও তাদের জীবন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। সেখানে এমন একটি রাষ্ট্রের হাসপাতাল ও ক্লিনিক মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না, বিশেষ করে এখন ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছে তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

কমবেশি সকল হাসপাতাল ভাইরাস আক্রান্তদের সেবা দেয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় অন্যান্য সকল স্বাস্থ্যসেবা একপ্রকারের বন্ধই আছে । দিল্লির বিখ্যাত অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসের ট্রমা সেন্টারটি বন্ধ, 'ক্যান্সার শরণার্থী' হিশেবে পরিচিত শত শত ক্যান্সার রোগীকে গবাদি পশুর মতো তাড়িয়ে দেয়ায় তারা এই বিশাল হাসপাতালের বাইরের রাস্তায় অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে।

মানুষজন অসুস্থ হয়ে ঘরেই মারা যাবে। আমরা কখনই তাদের কথা জানতে পারব না। তারা এমনকি পরিসংখ্যানেও থাকবে না। আমরা কেবল আশা করতে পারি, যে গবেষণাগুলো বলছে যে এই ভাইরাসের জন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়ার আনুকূল্য দরকার, সেগুলো সত্য হোক (যদিও অন্যান্য গবেষকরা এতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন)। কোন মানুষ কখনো এত ব্যাকুল হয়ে কাঠফাটা, অতিষ্ঠ ভারতীয় গ্রীপ্লের জন্য প্রতীক্ষায় থাকেনি।

আমাদের আসলে হয়েছেটা কী? হ্যাঁ, এটি একটি ভাইরাস। এবং এটি নিজের চরিত্র সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা দেয় না। কিন্তু আসল ঘটনা অবশ্যই ভাইরাসের চেয়ে বেশি কিছু। কেউ কেউ বিশ্বাস করছে যে আমাদের সম্বিত ফেরালোর জন্য এটি একটি ঐশ্বরিক পন্থা। অন্যরা বলছে যে বিশ্বের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করতে এ এক চাইনিজ ষড়যন্ত্র।

যাই হোক না কেন, করোনাভাইরাস এমনভাবে প্রবল পরাক্রমকে হাঁটু গেঁড়ে বসতে এবং দুনিয়াকে থমকে যেতে বাধ্য করেছে যা অন্যকিছুই পারেনি। আমাদের মন এথনো ছটফট করছে, "স্বাভাবিক" জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুপাকু করছে, অতীত ও ভবিষ্যতকে একসুতোয় গেঁথে বিচ্ছেদকে অস্বীকার করতে চাইছে। কিন্তু এই বিচ্ছেদই সত্য। আত্মবিনাশের যে কুয়ো আমরা থনন করেছি তাতে নিজেদেরকে আরেকবার দেখে নেয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে, এই বীভৎস নৈরাশ্যের বাতাবরণ। এই অস্বাভাবিক 'স্বাভাবিকতা'য় ফিরে আসার চেয়ে নির্মম আর কিছুই হতে পারে না।

ঐতিহাসিকভাবে, মহামারি মানুষের অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নতুন দুনিয়া কল্পনা করার অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। এটি একটি প্রবেশদ্বার, এক পৃথিবী থেকে আরেক পৃথিবীর মধ্যবর্তী একটি তোরণ।

আমরা আমাদের কুসংস্কার ও বিদ্বেস, অর্থলিপ্সা, আমাদের ডেটা ব্যাংক ও অসাড় ধারণা, মৃত নদী ও ধোঁয়াচ্ছন্ন আকাশ পেছনে ফেলে সামনে এগোতে পারি। কিংবা অন্য একটি পৃথিবীর কথা ভাবতে ভাবতে ছোট্ট একটা ব্যাগ নিয়ে নির্ভার হেঁটে যেতে পারি। সেই পৃথিবীর জন্য লড়াইও করতে পারি...

लािं: कत्नाना ভाইनास्त्र इमिंक, ইণ্ডिसा ও निस्न्त्र कन्नीस मन्मर्त्क अभनािंप्तिक्त्र नसान। এটি ७ अभिन ভान्नजीस कागऊ 'काहेनािक्सान टाहेमम' এ भ्रकािंग्ज हस्।

অনুবাদক – বীথি সপ্তর্ষি

[পেশায় সাংবাদিক। আগ্রহ ইতিহাস, সমকালীন রাজনীতি, নারীবাদ ও প্রত্নতত্ত্ব। এছাড়া কাজ করেন নারী অধিকার নিয়ে।]

(লেখাটি বাংলাদেশের পত্রিকা অরাজ–এর ই–সংস্করণ থেকে সংগ্হীত) প্রথম পৃষ্ঠায় যান দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যান

সিপিআই(এম-এল)নিউ ডেমোক্রেমী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র। বিপ্লবী গণলাইন-এর সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষে কমরেড আশিস দাশগুপ্ত কর্তৃক ১০২, এস এন ব্যানার্জী রোড, কোলকাতা- ১৪ থেকে প্রকাশিত। দূরভাষ: ২২৬৪-০১৩৫, ডিক্লা নং- ৯৫/৯৫, E-mail: biplabiganaline@gmail.com